THE

POETICAL READER

NO. III.

COMPILED

BY

JADU GOPAL CHATTOPADHYAYA.

THIRTY-FOURTH EDITION.

পদ্যপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।
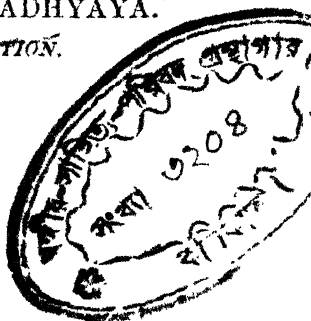
শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

চতুস্ত্রিংশ সংস্করণ।

Calcutta:

Printed by Behari Lall Banerjee,

AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & Co.'S PRESS,

44, AMHERST STREET.

Published by the Sanskrit Press Depository,

148, *Baranashi Ghosh's Street.*

1891.

সূচিপত্র।

মুখবন্ধ।

ছন্দঃ প্রকরণ।

ছন্দঃ দুই প্রকার ; মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর।

চারি চরণের কোন চরণের শেষস্থিত শব্দের সহিত যদি অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের মিল থাকে, তবে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে।

আর যদি চারি চরণের কোন চরণের শেষস্থিত শব্দের সহিত অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের মিল না থাকে, তবে তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ অনেকগুলি। তন্মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত ও একাবলী এই কয়েকটী সচরাচর চলিত।

পয়ার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকে। যথা—

"মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়,
মনোহর বর, হরে দেখিবারে পায়।

জটা-জূট মুকুট, দেখিলা ফণী মণি,
বাঘছাল দিব্যবস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণী,
ছাই দিব্য চন্দন, বদন কোটি চাঁদ,—
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।"

পয়ার ছন্দে অষ্টম বর্ণের পর যতি পড়িবে, অনেকে এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটি ভ্রম। এত অক্ষরের পর যতি পড়িবে এরূপ কোন নিয়ম করা যায় না। অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্বাসপতন করাই সুবিধা। কবিরা পয়ার রচনাকালে অষ্টম অক্ষরের পরে যতি পড়িতেই হইবে এরূপ কোন নিয়মের অধীন হন না। নিম্নস্থ তিনটী চরণে চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি পড়িয়াছে।

"ভালে বিন্দু, বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন।" (১)
"কেন শাপ দিলি, অরে বিটলা বামন।" (২)
"চোর বিদ্যা বিচার, আমার নহে পণ। (৩)

পয়ার ছন্দে চতুর্দ্দশ অক্ষর গ্রন্থনে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(ক) যদি প্রথম শব্দটী দুই অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুটী দুই অক্ষরের অথবা একটী চারি অক্ষরের ও একটী দুই অক্ষরের হইবে। যথা—

"এক কন্যা আইবুড় বিদ্যা নাম তার, (১)
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার।"

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"শুনি সাধুর বচন বলেন খুল্লনা।"

(খ) যদি প্রথম শব্দটী চারি অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় শব্দটী চারি অক্ষরের অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুইটী পরস্পর দুই বা তিন অক্ষরের হইবে। যথা—

"কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টী কলায়।" (১)

"সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।" (২)

"কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।" (৩)

নিম্নস্থ চরণদ্বয়ে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"পদাতিক দুরন্ত যমদূত সাক্ষাত্!" (১)

"বকুলের তলে বিদগ্ধ বিনোদ বসে।" (২)

(গ) যদি প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুটী দুই অক্ষরের হয়, তবে তৃতীয় শব্দটী চারি অক্ষরের হইবে, না হয় তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ দুটী পরস্পর দুই বা তিন অক্ষরের হইবে।

"শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।" (১)

"আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।" (২)

"এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন।" (৩)

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"শ্বেত পীত হরিৎ লাল নীল বরণ।"

(ঘ) যদি প্রথম শব্দটী তিন অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় শব্দটী তিন অক্ষরের হওয়া উচিত। যথা—

"ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়,

লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে তাড়ায়।"

নিম্নস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

"দুর্ব্বলা স্নান করিলা বসিলা ভোজনে।"

পয়ারের দুই চরণে শ্লোক শেষ হইত। ইদানীং চারি চরণে শ্লোক শেষ করিবার নিমিত্ত কোন কোন কবিতায় প্রথম দুই চরণে মিল থাকে না, প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল থাকে। অথবা প্রথম চতুর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে। যথা—

"অন্যভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে,
বিপুল বিক্রমে যদি করে আক্রমণ;
হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাহারে
প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।" (১)

"প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লয়ে থালা
পূরিত উদ্যানসার সুরসাল ফলে;
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে,
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা।"

কোন কোন কবিতায় এইরূপ চারি চরণের পর পরস্পর মিত্রাক্ষরনিবদ্ধ দুই চরণ থাকে। যথা—

"লোচন-আনন্দকর সুন্দর আনন,
অধর-প্রবাল, দন্ত মুকুতা-গঞ্জিত;
নিন্দি ইন্দীবর নীল উজ্জ্বল নয়ন,
অর্দ্ধস্ফুট কথাগুলি অমিয়-জড়িত—
—নবোদিত শশিকলা—এ কি রে অন্যায়!
অকালে করাল রাহু গ্রাসিস্ তাহায়?"

কোন কোন কবি পয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া চতুর্দ্দশের অধিক অক্ষর গ্রন্থন করেন। যথা—

"মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে;
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে।
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ!
আধা ফণীতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ।" (১)
"দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার;
বসিয়া ঘেরিল তাঁরে তারাকার এগার কুমার।
সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে,
রাজ্যপাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে।" (২)

ভঙ্গ পয়ার।

ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণ আট অক্ষরে গ্রথিত হয় ও তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল পয়ারের মত যথা—

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়,
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।
দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ,
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ।"

ত্রিপদী।

ত্রিপদী ছন্দে তিনটী করিয়া পদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও

দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল থাকে, তৃতীয় পদটী যুগ্মচরণের তৃতীয় পদের সহিত মিলে।

ত্রিপদী লঘু ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার।

লঘু-ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে কুড়িটী অক্ষর থাকে; তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয়টী করিয়া বারটী এবং তৃতীয় পদে আটটী অক্ষর থাকে। যথা—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস।"

কখন কখন লঘু-ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল থাকে না। যথা—

"রতি কহে, আহা! তুমি ইন্দুবালা
দানবকুলের মণি।
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি!"

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদী।

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদীর প্রথম দুই চরণে দুই পদ থাকে। ঐ দুইটী পদ আটটী করিয়া অক্ষরে সম্বদ্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্মচরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল লঘু-ত্রিপদী। যথা—

"ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু
কেটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু।"

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ছাব্বিশটী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটী করিয়া ষোলটী ও তৃতীয় চরণে দশটী থাকে। যথা—

"জিনি কোটী শশধর, কিবা মুখ মনোহর!
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরী-ভার, তাহে মালতীর হার,
ভ্রমর ভ্রমরী কল গায়।"

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুই পদ থাকে। ঐ দুইটী পদ দশটী করিয়া অক্ষরে সম্বদ্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্মচরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল দীর্ঘ-ত্রিপদী। যথা—

"হায় হায়, কি কব বিধিরে,
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে,
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়ে লয় সুখের নিধিরে!"

চৌপদী।

চৌপদীর প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে পরস্পর মিল থাকে, চতুর্থ পদটী যুগ্মচরণের চতুর্থ পদের সহিত মিলে।

চৌপদী লঘু ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার।

লঘু-চৌপদীর প্রথম তিনটী পদে ছয়টী করিয়া আঠারটী অক্ষর থাকে। চতুর্থ পদটীতে পূর্ব্বপদত্রয় হইতে ন্যূন অক্ষর থাকে, কয়টী ন্যূন থাকে তাহার স্থিরতা নাই—কবিরা ইচ্ছামতে চতুর্থ পদে পাঁচটী হইতে দুইটী অক্ষর পর্য্যন্ত নিবদ্ধ করেন। যথা—

"কি মেরু-শিখর, কিবা বিধুবর,
বিবেচনা কর কি তরুতলে।
শিখরী অচল এ দেখি সচল,
শশাঙ্ক সমল, সকলে বলে।" (১)

"হে বহুভাষিণি, দৈত্য-বিনাশিনি,
যুদ্ধবিলাসিনি, ত্রাহি শিবে!
হে মৃদুভাষিণি, ঘোরনিনাদিনি,
তারয় ভাবিনি মাং হি ভবে।" (২)

"সাজিল যখন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ, চলিল।
শির'পরে তাজ, যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ, বলিল।" (৩)

"কুসুমের ভার রাথে চারি ধার,
কি কহিব তার শোভা।
যুবক যুবতী, পুলকিত অতি,
রতিপতি-মতি- লোভা।"......(৪)

দীর্ঘ-চৌপদীর প্রথম তিন পদে সচরাচর আটটী করিয়া অক্ষর থাকে (কথনও কথনও আটটীর অধিকও থাকে, দ্বিতীয় উদাহরণ দেথ)। চতুর্থ পদটীতে ন্যূন অক্ষর থাকে। যথা—

"প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই,
উঠে চল যাই সই, কি হইবে থাকিলে?
তবেত হইবে সুখ, হেরিব তাহার মুখ,
সহিব এতেক দুখ, প্রাণে সখি বাঁচিলে!" (১)

"দোঁহার আধ আধ আধ শশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী,
আধই চারু কবরী রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজলা,
আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরী রে।"..... (২)

ললিত।

ললিত ছন্দঃ চৌপদীর মত চারি পদ বিশিষ্ট; তবে প্রভেদ এই, চৌপদীর প্রথম তিন পদে পরস্পর মিল থাকে, ললিত ছন্দের কেবল প্রথম দুই পদে মিল থাকে, তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে।

এই ছন্দঃও লঘু ও দীর্ঘভেদে দুই প্রকার।

দীর্ঘ ললিত।

"নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না;
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না।"

লঘু-ললিত।

"নয়ন কেবল নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত-পাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।"

একাবলী ছন্দঃ।

একাবলী ছন্দে একাদশ অক্ষর থাকে। যথা—

"পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে,
নাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে,
নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর,

হাসেন অন্নদা মৃদুমধুর।
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে।"

কখন কখন একাবলী ছন্দেও প্রথম দুই চরণে মিল না থাকিয়া প্রথম তৃতীয়ে এবং দ্বিতীয় চতুর্থে মিল থাকে। যথা—

"বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
  পল্লববসনা শাখা-সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
  বাঁশীধ্বনি আজ নিকুঞ্জবনে?
হায়, ও কি আর গীত গায়িছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে!"

মিশ্রচ্ছন্দঃ।

অধুনা নানা ছন্দঃ মিশ্রিত করিয়া কবিতা লিখিবার প্রথা চলিত হইতেছে। যথা—

"যূথসহ, ছিলে তুমি স্বাধীন যখন,
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিতে চরণ।
নামিয়া হ্রদের জলে, পদ্মবনে পদে দলে,
কোমল মৃণাল ছিঁড়ে করিতে ভক্ষণ;
সে সুখ তোমার, করি, গিয়েছে এখন!" (১)

"ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা সব আভরণ!
ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দনচর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন!
আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার?" (২)

"হে বসুধে জগৎজননি!
দয়াবতী তুমি সতি, বিদিত ভুবনে!
যবে দশানন-অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকীসুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে!
তুমি ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকিরমণি!" (৩)

"ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা সজনি?
আইল কি ঋতুরাজ, ধরিল কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়নজল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল-তলে বেণুর সুরব;
আইল বসন্ত যদি আসিবে মাধব!" (৪)

এইরূপে বিমিশ্র ছন্দঃ গ্রন্থনকালে কবিগণ, যে প্রত্যেক চরণই পয়ারাদির লক্ষণানুসারে রচনা করেন এরূপ নহে; তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কোন কোন চরণে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে অক্ষরের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—

"বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত খান
অবিরত পড়িছে ধরায়।
হেন কালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন;
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ।" (১)

"এস এস সহচরীগণ,
এস সহচরীগণ!
হুতাশনগ্রাসে করি জীবন অর্পণ।
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়া কেশ,
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ।
ওরে সখি, আজ রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
শুধিব জীবনদানে পতিপ্রেম-ঋণ।" (২)

"তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বরে,
অমর-দর্প করিল চূর ;
আরক্তলোচন, ঘন গরজন,
স্তব্ধ হইল অমরপুর।
সকরুণ স্বরে, বীণা করে ধ'রে,
গাহিল,—'যথন প্রলয় হবে,
যথন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগৎমণ্ডল কারণ-বারিতে
ছিঁড়িয়া পড়িবে, ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে !
এই সুরপুরী, এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে।' " (৩)

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পয়ার ছন্দের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষরের মাত্রায় রচিত হয়। পয়ারে চতুর্দ্দশ বর্ণের পর, মিলের অনুরোধে, যতি পড়ে ; অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে অনুরোধ নাই,

সুতরাং আবশ্যক না হইলে কোন বর্ণের পর যতি পড়ে না। যথা—

"কনক আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকগঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমল-কুল বিকশিত যথা।"

পয়ার ছন্দে চতুর্দ্দশ অক্ষর গ্রন্থনে যে নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ রচনায় সেই নিয়মগুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। ক্বচিৎ দুই এক স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে তত দোষ হয় না। যথা—

"ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসন;
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরব!..."—(১)
"দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃত যেন
ঊষা! ... ..."—(২)

অলঙ্কার।

মনুষ্য-শরীরে শোভা-সম্পাদক বলিয়া যেমন বলয়, হার প্রভৃতিকে অলঙ্কার কহা যায়, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা-সম্পাদক ধর্ম্মবিশেষক অলঙ্কার কহা গিয়া থাকে।

অলঙ্কার দুই প্রকার, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত শব্দালঙ্কার প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রধান।

অনুপ্রাস।

উচ্চারণবৈষম্য হইলেও শব্দের বর্ণ-গত সাম্যকে অনুপ্রাস কহে। যথা—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে ;
অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে।
জ্ঞানহারা ; তারাকারা ধারা শত শত ;
গোযুগে গলিত ধারা, তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত।
বিগলিত কুন্তল—জলদপুঞ্জ ছটা,
নিরানন্দ, গতি মন্দ জিনিয়া বরটা।
ভূপ উপে উপনীত মলিনবদন,
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ—

বিমল-কমল-মুখ ম্লান কেন করে,
অদ্য কান্তে, কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে ?"

যমক।

ভিন্নার্থ-বোধক বর্ণ সমূহের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। প্রয়োগভেদে যমকের তিন প্রকার ভেদ হইয়াছে—আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমক।

আদ্য যমক।

"সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, মুখ কমলজ,
কি রূপ! কি রূপ করি কৈল কমলজ।"

মধ্য-যমক।

"পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা,
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা।"

অন্ত্য যমক।

"আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি,
অন্য-লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি!
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল,
সুলভ দেখিনু হাটে—নাহি যায় ফল।"

শ্লেষ।

যে স্থলে এক বা ততোঽধিক শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথায় শ্লেষ অলঙ্কার হয়। যথা—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ;
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুণ !
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবন স্বরূপা, সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।”

এই উদাহরণে গুণ, কু, তরঙ্গ, পাষাণ প্রভৃতি শব্দগুলি শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থঘটিত।

“অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী,
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।”

যুবজানির দুই অর্থ হয় ; একটী যুবতী পত্নীর স্বামী, আর একটী যুবা বলিয়া জানি।

অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কার অনেকগুলি। বাঙ্গালা সাহিত্যে যেগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এ স্থলে কেবল সেইগুলির নাম ও লক্ষণ লিখিত হইল।

উপমা।

একধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে। যথা—

"কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পর-পরশনে।"—(১)

"........শুকাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির নীরের বিন্দু, শতদলদলে,
উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।"—(২)

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান ও যাহাকে তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমেয় কহে।

একটী উপমেয়ের অনেকগুলি উপমান থাকিলে মালোপমা কহে। যথা—

"যথা দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়;
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়;
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে;
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে;
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে শোকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পুলকে দিবাকরে দেখে
হ'লো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

রূপক।

সাদৃশ্য হেতু প্রস্তুত বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর আরোপ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে। রূপক বোধের নিমিত্ত "রূপ" বা "স্বরূপ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল।"

রূপক অলঙ্কার স্থলে সমাস হইলে রূপ শব্দের লোপ হইয়া যায়। আর প্রায়ই অনেক স্থলে রূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় না, তথায় রূপ শব্দটী আছে এরূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। যথা—

"শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ-সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে,
হে বিভো করুণাময়, বিদ্রোহ-বারিদ-চয়,
আর যেন বিষ না বরিষে।" (১)

"......শোকের ঝড় বহিল সভাতে;
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।" (২)

উৎপ্রেক্ষা।

যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, সেই স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যথা—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাচল-শিরে ;
অভ্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণদর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন উৰ্দ্ধ-বাহু সদা শুভ্র-বেশধারী
নিমগ্ন তপ-সাগরে ব্যোমকেশ শূলী।"

এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুই ভাগে বিভক্ত,—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। "যেন" "বুঝি" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়, আর যে স্থলে যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না থাকে, অথবা উহা বুঝিয়া লইতে হয়, তথায় প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা বলা যায়।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পীদেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা—
প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে।"

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

"——— সুন্দর হেন সময়,
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিল ত্বরিতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়।"

ভ্রান্তিমান অলঙ্কার।

সাদৃশ্য হেতু এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি প্রতিভা * দ্বারা উত্থাপিত হইলে ভ্রান্তি-মান অলঙ্কার হয়। যথা—

"...........রথচূড়া'পরে,
শোভিল দেব-পতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারি দিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী।"

কিন্তু বাস্তবিক ভ্রান্তিস্থলে এই অলঙ্কার হয় না। যথা—

"স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক-মণ্ডন,
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে,
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে।"

এই স্থলে, ময়দানব-নির্ম্মিত সভাগৃহের প্রাচীরসংবদ্ধ-স্ফটিকে দুর্য্যোধনের বাস্তবিক যে দ্বারভ্রম হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত না হওয়াতে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইল না।

---

* প্রতিভা—কবিকল্পনা।

নিদর্শনা।

সাদৃশ্য হেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক বাক্য কিম্বা কার্য্য আরোপিত করা যায়, তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

বিধাতা যথার্থ ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরু ছেদন করেন নাই; অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। বিধাতার উপরে এই কার্য্য কেবল সাদৃশ্য প্রতিপাদন জন্য আরোপিত হইয়াছে। কেন না ভিখারী রাঘব কর্ত্তৃক বীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধরের নিহনন ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদনের ন্যায়।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

যে স্থলে দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় অথচ উভয়ের কার্য্য একরূপ নহে, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার;
হায় বিধি! চাঁদে কৈল রাহুর আহার!"

বিভাবনা।

যে স্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"সেই কামিনীর মধ্যদেশ বিনা প্রযত্নে ক্ষীণ, লোচনদ্বয় শঙ্কা ব্যতিরেকে চঞ্চল ও শরীর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইলেও মনোহর হইয়া উঠিল।"

এই উদাহরণে মধ্যদেশের ক্ষীণতা, লোচনের চাঞ্চল্য এবং শরীরের মনোহারিতা এই তিনটী কার্য্যের কারণ যৌবন, কিন্তু তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই।

কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না; বিভাবনা অলঙ্কার স্থলে কারণটী অনির্দ্দিষ্ট থাকে।

ব্যতিরেক।

যে স্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনতা অথবা আধিক্য প্রতীত হয়, তথায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা!"

সমাসোক্তি।

যে স্থলে সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ দ্বারা কোন প্রস্তুত বিষয়ে অন্য বস্তুর ব্যবহার সম্যক্‌রূপে আরোপিত হয়, তথায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"হায় রে! তোমারে কেন দুষি ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে, তুমি রাজরাণী,
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে! তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগর-করে তিনি তব পাণি!
সাগরবাসরে তব তাঁর সহ গতি।"

এই স্থলে যে কামিনী সখীসঙ্গিনী হইয়া পতিসন্নিধানে গমন করেন, তাঁহার সেই ব্যবহার যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।

পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপগুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলে। যথা—

"উঠ হে পথিকবর, ভাবুকপ্রবর,
ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।
অই দেখ গোধন মহিষ মেষদলে,
ছায়াহেতু দলে দলে তরু-তলে চলে।
গোষ্ঠ ত্যজি হাম্বারবে উচ্চ পুচ্ছ তুলে,
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষমূলে।
প্রখর ভানুর করে প্রবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।
মেদিনীর মৌনব্রত—স্তব্ধ সমুদয়,
কেবল সমীর ধীর ধীরে ধীরে বয়;—

কেবল মরালদল করি মহকল,
সন্তরে বিহরে যথা বিকচ কমল—
কেবল বিটপী বটে বসন্ত-বিহগ
আলাপিছে মৃহু তান সহ নানা খগ।”

প্রাচীন কবিরা স্বভাবোক্তি অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ যে সমস্ত কাব্য ও নাটকাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পূর্ণ।

উল্লেখ অলঙ্কার।

একমাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার।—

“বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিলা পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।”

দীপক।

যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয় বিষয়ের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ও যে স্থলে অনেক ক্রিয়ার এক কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হয়, তথায় দীপক নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

“জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব্বজন্মের ন্যায় বলদর্পে দর্পিত হইয়া জগতের পীড়ন করিতেছে, সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামিনী হয়।”

এই উদাহরণে প্রস্তাবলব্ধ নিশ্চলা প্রকৃতি এবং অপ্রস্তাবিত সাধ্বী স্ত্রী এই উভয়ের এক 'অনুগমন' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

"—হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? * * *
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি;
নব লতিকার, সতি! দিতাম বিবাহ
তরুসহ।"

এখানে এক আমি কর্ত্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয় দেখা যাইতেছে।

অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

মুখ হইতে মধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে এই অর্থে "চন্দ্র হইতে সুধা বর্ষণ হইতেছে" বলিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

"আয় আয় দেখ্ সখি যশোদার অঙ্কে,
উঠেছে পার্ব্বণ চাঁদ ত্যজিয়া কলঙ্কে।"

এখানে কৃষ্ণ উপমেয়, কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া উপমান অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ করাতে অতিশয়োক্তি হইল।

অর্থান্তরন্যাস।

যে স্থলে সাধারণ ঘটনা দ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ের, অথবা বিশেষ ঘটনা দ্বারা সাধারণ বিষয়ের দৃঢ়তা সমর্থিত হয়, তথায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যথা—

"একা যাবু বর্দ্ধমান করিয়া যতন;
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন?" (১)

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম।
চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত-বেদন, বুঝিতে পারে!
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে, দংশে নি যারে!"—(২)

অপহ্নুতি।

প্রকৃত বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপের নাম অপহ্নুতি। যথা—

"ও নহে আকাশ, নীল-নীর-নিধি হয় ;
ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয় ;
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত ফণিধব ;
ও নহে কলঙ্ক, তাহে শয়িত কেশব।"

ব্যাজস্তুতি।

যেখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথা—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান।
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম।"—(১)

এই স্থলে কবি নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও অমরতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়া স্তুতি করিতেছেন।

"বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে,
আসিছেন রাম নিজ আলয়ে,
শুনিয়া যতেক বালক সবে,
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে :
শুন হে কুমার, তোমারি আজ,
কুলের উচিত হইল কাজ।
তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন বিদিত অজের কুলে ;
জনক-ছুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি।"—(২)

এই স্থলে অজ অর্থে ছাগ এবং জনকছুহিতা অর্থে সহোদরা ঘটাইয়া স্তুতিচ্ছলে নিন্দা হইতেছে।
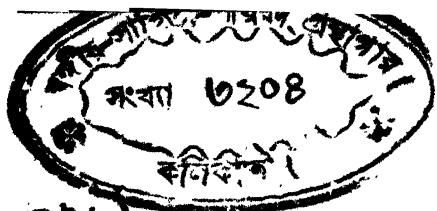
পদ্যপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

চিতোর।

নবীন ভাবুক এক, ভ্রমণকারণ,
ভারতের নানা দেশ করি পর্য্যটন,
অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়,
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়।
দেখিলেন, অজামীল-পুরী আজমীর,
যশল্মীর যোধপুর আর বিকানীর,
কোটা, বুঁদি, শিকাবতী, নীমচ, সারয়ে,
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল হৃদয়ে।

জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ, *
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠবিশেষ।
ভ্রমি বহু রাজপুরী, সানন্দ অন্তরে,
প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে। †
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর,
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর।
গিরি'পরে শোভে গড় প্রাচীরে বেষ্টিত,
রাজ-চক্রবর্ত্তি-হিন্দুসূর্য্য ‡ প্রতিষ্ঠিত;
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর,
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর;
কোন স্থলে মৃদু স্বর করি নিরন্তর,
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর;
তরুণ-অরুণ-ভাতি জ্বলে কোন স্থলে,
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে;

---

* এক্ষণে ঢুণ্ডার বা আম্বের রাজ্য ইহার রাজধানীর নামানুসারে জয়পুর রাজ্য বলিয়া উক্ত হয়। জয়পুর নগর জয়সিংহকর্ত্তৃক স্থাপিত।

† চিতোর—মিবারের পূর্ব্বতন রাজধানী। সম্রাট্ আকবর সাহ উহার দুর্গ জয় করিলে, মিবারের তদানীন্তন রাণা উদয়সিংহ উদয়পুর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মিবারের রাণারা সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লবের বংশোদ্ভব। আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে মিবার একটী পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল।

‡ উদয়পুরের রাণাদিগের আদিপুরুষ বাপ্পারাও অন্যান্য উপাধির সহিত এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করেন।

কোথায় তটিনীকুল কুলকুল স্বরে,
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা ধরে ;
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার,
ঝলমল ভানুকরে করে অনিবার ;
নানা জাতি বিহঙ্গ সুরঙ্গে করে গান,
সন্তাপীর তাপদূর, হরে মনপ্রাণ।
আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ !
উথলয় ভাবুক জনের ভাবকূপ।
সরসী, সরিৎ, সিন্ধু, শেখর সুন্দর,
গহন, গহ্বর, বন, নির্ঝরনিকর,
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্রমণ্ডল,
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল,
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম,—
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাসবিভ্রম।
আয়, মন ! চল যাই সেই সব দেশে,
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে।
দেখিব বিচিত্র শোভা, শৈল আর জলে,
শ্রবণ জুড়াবে, তটিনীর কলকলে,
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ,
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদায় ক্লেশ।

জন্মভূমি।

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা-হারে
দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর,
সেইরূপ সমুদায় মেদিনী-মাঝারে
আছে দিব্য স্থান এক অতি মনোহর।

প্রকৃতির অতি প্রিয় সেই রম্য স্থল,
নয়নের অভিরাম সেখানে যেমন
নগ, নদী, বনভূমি, প্রান্তর শ্যামল,
ভুবনভিতরে আর নাহিক তেমন।

বিতরে উজ্জ্বলতর কর তথা বিধু,
সূর্য্যের সুবর্ণ করে দীপ্ত দিনমান,
মেদুর সমীর সদা বহে মৃদুমৃদু,
ভূতলে অতুল সেই রমণীয় স্থান!

বিশাল বারিধি-বক্ষে বহিত্র বাহিয়া,
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়,
সুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া,
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।

অন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে,
বিপুলবিক্রমে যদি করে আক্রমণ ;
হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাহারে
প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।

বদ্ধপরিকর সবে যুদ্ধ-ভূমে ধায়,
গৃহ-সুখ-অভিলাষ দিয়া বিসর্জ্জন,
জনম সফল ভাবি লয় সে বিদায়,
প্রিয়দেশ-রক্ষা-দায়, যাহার নিধন ;

অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে,
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র অলঙ্কার ;
সুকেশিনী, শিরশোভা কেশের ছেদনে,
ক্ষুব্ধা নহে, যদি তাহে হয় উপকার।

ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম !
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;—
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে ভূমির নাম
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে !

এত অনুরাগ, কোন্ ভূভাগ-উপর ?
যদি অনভিজ্ঞ কেহ, সন্ধান না পায়,
যারে ইচ্ছা জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর,
'জন্মভূমি' সুখে তুমি বাস কর যা'য়।

চকোর ও চাতক।

পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি বৈশাখের মাসে,
পূর্ণকল শশধর গগনে প্রকাশে।
কৌমুদী-বসনা নিশা মনোহরা অতি,
অনিল শীতল বহে মন্দ মন্দ গতি;
উজ্জ্বল চন্দ্রের করে ভাবি দিনমান,
জাগ্রত কোকিলবধূ করিতেছে গান;
সুখদা ক্ষণদা হেন, পূর্ণসুধাকর-
সুধাপানে চকোরের উল্লাস অন্তর।
হেনকালে অকস্মাৎ তিমির-বরণ
মেঘজাল আচ্ছাদিল সমস্ত গগন;
শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল,
করকাসহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল।
চকোর বিপন্ন অতি, কাতর-হৃদয়,
বিষাদে মনের দুঃখ প্রকাশিয়া কয়—
"হে বিধাতঃ দয়াহীন, এ কি অবিচার!
কেন সুখভোগ ভঙ্গ করিলে আমার?
জগতের প্রিয় যেই গগনশোভন,
শীতল চন্দ্রিকা যার জুড়ায় নয়ন,
যে সুধাংশু-সুধাপান সদা চায় মন,
কেন মেঘজালে তার ঢাকিলে বদন?

নিত্য নয়, এক নিশি মাসান্তে কেবল,
সমুদিত পরিপূর্ণ বিধু সুবিমল!
কিন্তু বিধি প্রতিবাদী হইল এমন,
পূর্ণিমায় অমাবস্যা করিল ঘটন!
এই যে গগনব্যাপী জলধরদল,
এই যে প্রমত্ত বায়ু বহে উচ্ছৃঙ্খল,
এই যে বিদ্যুৎ-প্রভা ঝলসে নয়ন,
এই যে জীমূতনাদে বধির শ্রবণ,
এই যে মুষলধারে পড়িতেছে জল,
আমার অসুখ তরে এ সব কেবল।"

নবীন-নীরদ ধারা পানের আশায়
ঊর্দ্ধমুখে ছিল এক চাতক তথায়,
চকোরের খেদ আর বিধিনিন্দাবাদ
শুনিয়া করিল তার এই প্রতিবাদ।

"হে চকোর, স্বার্থপর, সম্বর বিলাপ,
বিশ্বপাতা বিধাতা নিন্দায় জন্মে পাপ।
এই যে গগনব্যাপী জলধরদল
গজমুক্তাকার ধারা বর্ষে অবিরল,
কেবল কল্যাণ-হেতু জেন সুনিশ্চয়;
শিবদাতা ধাতা কভু অপকারী নয়।
বৃষ্টিজলে রিষ্টিনাশ উদ্দেশ্য কেবল,
উত্তপ্ত আছিল ধরা হইল শীতল;

শীর্ণদেহ মহীরুহ, আকুঞ্চিতা লতা,
ধারাধর-সুধাপানে পেলে প্রফুল্লতা ;
রজনী প্রভাতে দেখ কৃষীবলগণ
হলযোগে ক্ষেত্রভূমি করিবে কর্ষণ ;
চাষের প্রথম পাট হয় এই জলে,
জীবের আজীব শস্য নহিলে কি ফলে ?
মেঘোদয়ে এক মাত্র তব অপকার,
কিন্তু উপকৃত দেখি নিখিল সংসার ;
স্বল্প-ক্ষতি মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল
তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিন্দিত কেবল।

স্বভাবের শোভা।

একদা নিদাঘকালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীরসেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল-সুখ-সিন্ধু-জলে মন।
উত্তালতরঙ্গময় সাগরসমান
কোলাহলপূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
নির্ব্বাত তড়াগসম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্তদরশন।

তরু'পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতি-বদন-ভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ টুপ পড়িছে শিশিরবিন্দুচয়,
প্রকৃতির আনন্দাশ্রু অনুভূত হয়।
চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা প্রকাশে;
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে।
অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে
বসিলাম চিন্তা-সখী-সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়নরঞ্জিনী,
নিরমল নীরময়ী মৃদুলগামিনী;
মন্দ মন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুলকুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল;

আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।
শশিকরে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি, কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়!
কোথায় মাধবীসহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া ;
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে
মুখ দেখে কান্তাকান্ত পুলকিত মনে।
কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুলডাল হেলিয়া রয়েছে ;
শোভিছে তাদের ছায়া সলিলভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণভরে।
সারি সারি তরণী দুধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।
এইরূপ প্রকৃতির রূপ দরশনে
আহা! কি বিমল সুখ উপজিল মনে!
শিহরিল কলেবর, পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।
মনে মনে কহিলাম, "অয়ি সুপ্রকৃতে!
শোভনে, বিচিত্র চারু ভূষণে ভূষিতে!

মরি মরি, কিবা তব মোহিনী মুরতি !
নিরখি নয়নে হ'ল জড়প্রায় মতি।
অপরূপ তব রূপ, এক রূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।
যখন প্রাবৃট্‌কালে জলদের দল
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল,
ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীমরবে গরজে গভীর,
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে,
কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে ;
তখন তোমার চারু রূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন,
ফুল্ল ফুল দুর্ব্বাদল চারু আভরণে
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্যবদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত ;
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?
এইরূপ যে সময়ে যেই রূপ ধর,
তাতেই তখন ভব-জন-মন হর।

সাধে কি গো! কত মহা মহা কাব্যকর,
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
গভীর অরণ্যে, ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরি-গহ্বরে-গহ্বরে,
হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন
অনুক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ?
সাধে কি গো! কবিদের সফল নয়ন
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা-স্তম্ভ সুশোভন;
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন
চারু কারু-কার্য্যে তাঁরা বিমোহিত হন!
ধিক্ সে মনুষ্যগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্!
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক!
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্যপানে ফিরিয়া না চায়।
কৃত্রিম কুসুম দেখে প্রসক্তহৃদয়,
স্বভাবজ ফুল্ল ফুলে অনুরক্ত নয়;
মনুষ্য-নির্ম্মিত রম্য হর্ম্ম্যের ভিতরে,
বদ্ধ থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে;
উদ্যান বিপিন গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন;
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ।

বিফল তাদের জন্ম, বিফল জীবন,
বিমল আনন্দ তারা না জানে কেমন।
ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর!
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর।
বিচিত্র কৌশল তাঁর, অনন্ত শকতি!
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বল গো শোভনে অয়ি প্রকৃতি সুন্দরি!
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর?

নদী ও কালের সমতা।

(ইংরেজি হইতে অনুবাদিত।)

নদী আর কাল-গতি একই প্রমাণ;
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ;
ধীরে ধীরে নীরব-গমনে গত হয়,
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়;
উভয়েই গত হ'লে আর নাহি ফেরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।
সর্ব্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদজ্ঞান হয়।

বিফলে না বহে নদী ; যথা নদী ভরা
নানা-শস্য-শিরোরিত্নে হাস্যময়ী ধরা ;
কিন্তু কাল সদাত্মা-ক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায়, রেখে যায় মরু ঘোরতর।

নিদ্রা।

রজনীর সহচরি নিদ্রে মায়াবিনি !
চেতনে মুহূর্ত্তে তুমি কর অচেতন !
জীব-সঙ্ঘ-শব্দময়ী এই যে মেদিনী,
তোমার প্রভাবে মৌনী হয়েছে কেমন !

বীতরাগ বিহঙ্গম সঙ্গীত আলাপে,
মোহাবেশে পশিয়াছে কুলায়-মাঝারে,
অবহেলি নব ফুল্ল মল্লিকা গোলাপে,
মন্ত্রমুগ্ধ শিলীমুখ বিমুখ ঝঙ্কারে।

নবতৃণবিমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে গাভী
চরে না, সম্বিত্‌হারা, নাই হাম্বারব,
উন্নত-ককুদ্‌. মেঘ-গম্ভীর-আরাবী
শিথিলশরীরগ্রন্থি বৃষভ নীরব।

স্পন্দহীন শিশুগণ সহজ-অস্থির,
খেলা ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন।

প্রসূতি চেতনাশূন্য নিস্পন্দশরীর,
শিশুপ্রতি নাই আর সতর্ক নয়ন।

* * * * * * * *

বিষয়ী, বিভব যার সদা অনুধ্যান,
ধন-লোভে অতিশ্রমে কাতর না হয় ;
এখন সে শ্রমশীল, অলসপ্রধান,
দেখে না বিফলে তার যেতেছে সময়।

রাখাল মুরলী-যন্ত্র করে না বাদন,
করতালি-তালে গীত না গায় কৃষক,
পল্লীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কুর্দ্দন,
উচ্চহাস হাসে নাকো রসিক যুবক।

বিথারিয়া মায়া সদ্যঃ-সংজ্ঞা-বিঘাতিনী,
মূক জড় করি নিদ্রা মুখর জঙ্গম,
এই যে প্রকৃতি, স্পষ্ট চৈতন্যরূপিণী,
প্রত্যক্ষ প্রমাণে তার জন্মাইছে ভ্রম।*

---

* নিদ্রা সদ্যঃসংজ্ঞাবিঘাতিনী মায়া বিস্তার করিয়া মুখর জঙ্গমকে মূক জড় পদার্থে পরিণত করিয়া, এই প্রকৃতি যে স্পষ্ট চৈতন্তরূপিণী, এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণে ভ্রম জন্মাইতেছে। দার্শনিকেরা যে পুরুষসঙ্গতা চেতনাময়ী প্রকৃতির উল্লেখ করেন, এ স্থলে সেই প্রকৃতিই গৃহীত হইয়াছে। (কেন না তাঁহাদের মতে পুরুষের অধ্যাস না হইলে প্রকৃতির চৈতন্ত থাকে না)। স্থূলদর্শীরা মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি মুখর জঙ্গম জীবের শব্দ উচ্চারণ ও অঙ্গসঞ্চালনাদি কার্য্য প্রকৃতির চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনে করিয়া থাকে, কিন্তু নিদ্রা জীব মাত্র-কেই বিচেতন করিয়া, (প্রকৃতিতে পুরুষের অনুপ্রবেশ যেন লোপ পাইয়া দিয়া,) প্রকৃতি যে চৈতন্যরূপিণী, তদ্বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হরণ করিয়া লয়।

ধন্য নিদ্রে, তোমার কুহক বিমোহন ;
শোক দুঃখ দূরীভূত তোমার পরশে !
সুস্থিরহৃদয়ে নিশা করিছে যাপন
অশ্রু-জল-অভিষিক্ত যে জন দিবসে।

নয়ন-নন্দন-প্রিয়-পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী জননী ভুলেছে শোক-জ্বালা !
জীবন-সর্ব্বস্ব-পতি-বিয়োগ-বিধুরা
মরম-বেদনা তার ভুলিয়াছে বালা !

আশ্চর্য্য সে ইন্দ্রজাল ! হে নিদ্রে ! তোমার,
স্বপন সম্ভূত যাহে, অদ্ভুতের শেষ,
এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখি কার,
মিথ্যারে সাজাতে দিয়া সত্যের সুবেশ।

দরিদ্র কুটীরে শুয়ে ভুঞ্জে রাজসুখ,
সুধা-ধবলিত-গৃহে ভিখারী ভূপতি,
বন্ধ্যানারী আনন্দেতে দেখে পুত্রমুখ,
সন্তান হলো না বলে ক্ষুণ্ণা পুত্রবতী।

ধন্য ইন্দ্রজাল ! যাহে যোগীন্দ্রবাসনা
স্বর্গধামে যায় নর বিনা তপস্যায় !
প্রসন্ন-সলিলা মন্দাকিনী কলস্বনা,
ললিত-লহরী-ভঙ্গে বাহিত যথায় !

কল্পতরু, নিয়তই পুষ্পিত, ফলিত,
ফলদানে রাখে যথা যাচকের মান ;
তুষার-ধবলা, সুরবালা-নিষেবিত,
কামদুঘা, দুগ্ধধারা করে যথা দান !

বৃন্দারক-বৃন্দ-মাঝে দেবেন্দ্র-বাসব,
বামে শচী, তনুরুচি মাধুরী-সম্ভার,
বৈজয়ন্তধামে শোভাসমৃদ্ধি যে সব,
নয়নে বিশদ আহা বিভাসিত তার !

লম্বমান আপিঙ্গল জটা পৃষ্ঠ'পরি,
মধ্যাহ্ন-তপন, মহাযশা তপোধন,
দেবর্ষি নারদ, করে বীণা-যন্ত্র ধরি,
হরিগুণ-গানে তার তোষেন শ্রবণ !

কম্বুগ্রীবা-প্রলম্বিত-মন্দারের মালা,
তালমান-সুসঙ্গত-ভূষণ-শিঞ্জন,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী-বালা,
উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি নিরখে সে জন !

অয়ি নিদ্রে ! অসামান্য কুহক তোমার ;
কিন্তু তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছে এক জন—
অল্পক্ষণ তুমি দেহ কর অধিকার ;
তার স্পর্শে জীব চিরনিদ্রায় মগন !

সে নিদ্রায় শয়নের নাই প্রয়োজন ;
দিবা নিশা ভেদ নাই সেই কুহকীর,
তুমি ত বিলম্ব সও; তিলেক কারণ
বিলম্ব না সহে সেই বিনয়-বধির।

মিথ্যা ঘটনায় সৃষ্ট স্বপন তোমার ;
সে নিদ্রায় অভিভূত মানব যখন,
এই যে অবনী-মাঝে জনম তাহার,
প্রকৃত ঘটনা যত ভাবে সে স্বপন।*

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-স্থলে
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি,
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম-মহামতি ;
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু,
ছলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু ;
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার,
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার ;

---

* অবিনশ্বর জীবাত্মার এই ভূমণ্ডলে উর্দ্ধসংখ্যা শত বৎসর অবস্থিতি ক্ষণিক স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মহা-শব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন ;
উচ্চৈস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ;—
"শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ,
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ ;
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন,
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন।"
এত বলি ভীষ্ম, বাণ যুড়েন ধনুকে,
হেন কালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর,
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর,
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি,
তার মুখ দেখি ধনু থুলা মহামতি।
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ,
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পঞ্চালনন্দন ;—
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি,
যে বিন্ধিবে, লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী।"
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়,
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে, শুভ্র অতিশয় ;
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত, শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ,
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে, পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ।
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন ;—
"যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন,

আমাযোগ্যা নহে এই দ্রুপদকুমারী,
(সবার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী)
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।"
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বামপাণি।
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে,
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপেতে।
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণমৎস্য আছে,
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে,
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত-নির্ম্মাণ!
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ;
উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে,
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্রপথে;
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে, মৎস্য লক্ষ্য,
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক, শুনিতে অশক্য!
তবে দ্রোণাচার্য্য, বাণ আকর্ণ পূরিয়া
চক্রচ্ছিদ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া।
মহা-শব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে,
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক,
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ।

বাপের দেখিয়া লজ্জা, ক্রোধে তবে দ্রৌণি,
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি;

ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে,
আকর্ণ পূরিয়া চক্রচ্ছিদ্রপথে হানে ;
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান,
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান ।
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল,
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ।

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ।
বাম হস্তে ধরি ধনু. দিয়া পদভর,
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ।
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ ;
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান,
ছাড়িলেন বাণ, বায়ু-সম বেগে ছুটে,
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ।
সুদর্শনচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল,
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ;
লজ্জা পেয়ে কর্ণ, ধনু ভূতলে ফেলিয়া,
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া ।
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর,
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার ;—
"দ্বিজ হোক, ক্ষত্র হোক, বৈশ্য শূদ্র আদি,
চণ্ডাল প্রভৃতি, লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি,

লভিবে সে দ্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ।”
এত বলি ঘন ডাকে পঞ্চালনন্দন।

দ্বিজসভা-মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির ;
চতুর্দ্দিক বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর,
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল,
দেবগণ-মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল।
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে ;—
“লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে,
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লভে সেই বীর।”
শুনি ধনঞ্জয়, চিত্তে হইল অস্থির।
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে,
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে।
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ইঙ্গিতে,
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে।
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে,
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে ;—
“কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ
সভা হতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন ?”
অর্জ্জুন বলেন,—“যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে,
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে।”
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল,
“কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল !

যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ,
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন,
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে ?
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে !
বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী দ্বিজগণ,
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ !
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ,
বহু আশা করিয়াছে, পাবে বহু ধন,
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে,
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ?"
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল ;
দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে কহিল ;—
"কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ ?
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন ;
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ,
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন ?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ,
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ ?"
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে ;
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে।

হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস ;—
"অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস।

সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ ;
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ,
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক,
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক।
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান,
বাতুল হইল কিংবা করি অনুমান ;
কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার,
পারিলে পারিব, নহে কি যাবে আমার ?
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব,
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব।"
কেহ বলে, "ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন,
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন।
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র-যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি,
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল,
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল,
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর,
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত,
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত।

মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত !
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত!
বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।”
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে।

প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে ;
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ;—
“লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি,
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী !”
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী,
“লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হোক দ্রুপদনন্দিনী।”
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয় ;—
“কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়।”
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে,—“এই দেখহ জলেতে,
চক্রচ্ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে।
কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন,
সেই মৎস্য-চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন,
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।”
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর।
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ,
অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন।
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার,
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার।

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি,
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।

হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা,
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা;
দেখিয়া বিস্ময় মানি সব নৃপমণি,
ডাকিয়া বলিল,—"রহ রহ, যাজ্ঞসেনি,
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি,
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি?
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ,
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ?
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি,
ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি।
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়,
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয়?
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল,
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল?"
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ,
নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ।
কেহ বলে "বিন্ধিয়াছে" কেহ বলে "নয়",
"ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয়?
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে,
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে।

কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি,”
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি।

শুনিয়া বিস্মিত হৈল পঞ্চালনন্দন,
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ;—
“অকারণে মিথ্যাদ্বন্দ্ব কর কেন সবে,
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে ?
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে ?
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ?
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়,
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়।
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন,
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন।
এক বার নয়, বলি সম্মুখে সবার,
যত বার বলিবে বিন্ধিব তত বার।”

এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর,
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর।
সভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কৌতুকে,
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ;
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ,
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ।

হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি।

দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ,
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ ;
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল,
"হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল।
সহজে দরিদ্র, জীর্ণবস্ত্র পরিধান,
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান ;
রত্ন ধন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে,
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে।
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে,
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে।
ব্রাহ্মণের ধনের প্রয়াস আছে মনে,
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে।"
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া,
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া।
দূত বলে,—"অবধান কর, দ্বিজবর,
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর।
তাঁহাদের বাক্য শুন, করি নিবেদন,
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন।
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়,
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়,
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব,
এক শত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব,

আর যাহা চাহ দিব, নাহিক অন্যথা,
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা।"
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়,
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায় ;—
"ওহে দ্বিজ, যেই মত বলিলা বচন,
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ,
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন,
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন ?
আর তাহে দূত তুমি, কি দোষ তোমার ?
মম দূত হয়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার।
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে,
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে,
আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া,
কুবেরের নানা রত্ন দিব রে আনিয়া,
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি।"
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর,
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ;
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে,
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে ;—
"দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার,
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার।

রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত ?
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত।
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন
প্রাণ-আশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন ?
দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ,
হেন জনে মারিলে নাহিক কোন পাপ।
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে ?
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে।
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর, ইথে দ্বিজের কি কাজ ?
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ!
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন,
এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ।
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয় ;
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমন না হয়।
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার,
আনা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার।
মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে ;
এমন কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ?
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত,
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে এ কি অনুচিত !
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত,
মার এই ব্রাহ্মণেরে, এই সে উচিত।

যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ—
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, আদি দুর্য্যোধন,
আর আর যত ছিল নৃপতিমণ্ডল
নানা অস্ত্র ফেলে, যেন বরিষার জল !
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভূষণ্ডি তোমর,
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গার,
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
তাদৃশ নৃপতিগণে করে অস্ত্রবৃষ্টি !
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয়,
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ;—
"না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়,
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ;
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি ;
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি।"
অর্জ্জুন বলেন, "তুমি রহ মম কাছে,
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে।"
কৃষ্ণা বলিলেন, "দ্বিজ, অপূর্ব্ব কাহিনী,
একা তুমি কি করিবে, লক্ষ নৃপমণি।"
অর্জ্জুন বলেন হাসি, "দেখ গুণবতি,
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি।
একার প্রতাপ তুমি না জানহ, সতি,
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি।

একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে ;
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ;
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা,
সেই মত নৃপগণে নাশিব, কি শঙ্কা ?”

নক্ষত্র।

অন্তরীক্ষবাসী ওহে নক্ষত্রমণ্ডল,
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ বরণ উজ্জ্বল
কুবের-ভাণ্ডারে যথা অসংখ্য রতন।

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ
কনকের ফুলরাশি—তাই কি তোমরা ?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
জ্বেলেছে উৎসব-বশে প্রফুল্ল-অন্তরা ?

আছে কি প্রকাণ্ড হেন শিখী ব্যোমচর,
মেঘ-সখা সনে সদা ক্রীড়া-অভিলাষী,
সান্দ্র নৈশতমে ভাবি শ্যাম জলধর,
দেখায় উন্মুক্ত-পুচ্ছে চন্দ্রকের রাশি ?

শুনেছি ত্রিদিবে আছে নন্দন-কানন,
মন্দার-কুসুম-দাম শোভিত সে স্থান ;

তোমরা কি পারিজাত লোচন-লোভন,
দেবেন্দ্র-কামিনী-কণ্ঠে যার বহমান ?
কিংবা, যথা মানস-সরস ভূমণ্ডলে,
প্রসর সেরূপ সরঃ ঊর্দ্ধে শোভা পায় ;
কম কুমুদের দাম তোমরা সকলে,
প্রদোষেতে প্রমোদিত, মুদিত ঊষায় ?
কিংবা ধার্ম্মিকের আত্মা তোমরা সকলে ?
সুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন,
নিশিতে উদয় হয়ে নীল নভস্তলে,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নরে করিছ জ্ঞাপন ?

কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
বুধগণ-স্থানে আমি না লই সন্ধান,
পর-পদাঙ্কিত মার্গে করিতে গমন
কল্পনাকৌতুকী কবি ভাবে অপমান।

শুনি বটে হও গ্রহ, গ্রহদলপতি,*
বহু যোজনের পথে কর অবস্থান,

---

* গ্রহগণ যে নক্ষত্ররূপে আমাদের নেত্রপথে পতিত হয়, শুক্রতারা দেখিয়াই এ কথা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পৃথিবী মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনৈশ্চরাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া স্ব স্ব কক্ষপথে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এই গ্রহসমষ্টিকে সৌরজগৎ বলে ; জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, পৃথিবীপ্রমুখ গ্রহগণাদি লইয়া যেরূপ একটী সৌরজগৎ হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য গ্রহসমষ্টি লইয়া এই বিশ্বমণ্ডলে বিস্তর সৌরজগৎ আছে এবং অনেক নক্ষত্র সেই সেই সৌরজগতের সূর্য্যস্বরূপ, দূরত্ব-নিবন্ধন আমাদের চক্ষে অতি ক্ষুদ্রাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাশিচক্র-কেন্দ্রস্থানে করিয়া বসতি
মানুষের ভাগ্যফল করহ বিধান।

ঋষি হও, ঋক্ষ হও*, হও দাক্ষায়ণী,†
তারারূপে রূপবতী দারা চন্দ্রমার,
না চাই জ্যোতিষ-তত্ত্ব, কথা পুরাতনী,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে এত কি কাজ আমার?

দৃষ্টির সহায় যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন,
চর্ম্মচক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কার,
জানিয়াছি কে তোমরা উজ্জ্বল গগন,
নিশিতে নীরবে কি বা করিছ প্রচার।

---

* ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ঋক্ষমণ্ডল (*The Great Bear*) বলিয়া থাকেন। সংস্কৃতে নক্ষত্রের সাধারণ নামও ঋক্ষ। নক্ষত্র-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বাগ্রে ঋক্ষ বা সপ্তর্ষিমণ্ডলই দর্শকের লক্ষ্য হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশে এই মণ্ডলকে চিহ্নস্বরূপ করিয়া অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলের স্থান নিরূপিত হয়। আর্য্যগণও সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋক্ষাকার কল্পনা করিয়া সমস্ত নক্ষত্রের ঋক্ষ নামকরণ করিয়াছিলেন কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের এ কথা অনুসন্ধেয় বটে।

† দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাশটী তারা দক্ষের কন্যা এবং চন্দ্রের পত্নী পৌরাণিকেরা এই কথা বলিয়া থাকেন। চন্দ্রকে কি জন্য তারাপতি বলে, জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন।

বিশাল বিমান-গ্রন্থে গ্রথিত সুন্দর,
উজ্জ্বল অক্ষর-মালা নক্ষত্র-মণ্ডল,
পড়িলেই এই জ্ঞান লভিবেক নর,
বিশ্বপতি বিধাতার অনন্ত কৌশল!

যাঁর হাস্য-প্রকাশক কুসুমের দল,
সৌম্যভাব ব্যক্ত যাঁর পূর্ণ শশধরে,
যাঁর জ্যোতিঃ-প্রতিবিম্ব মিহিরমণ্ডল,
তাঁহারি মহিমা লেখা নক্ষত্র-অক্ষরে।

যমের অত্যাচার।

ওরে দুরাচার যম, নির্ম্মম নির্দ্দয়!
কেবল সংহার-কার্য্য তোর ব্যবসায়!
দিন নাই, ক্ষণ নাই, যারে ইচ্ছা হয়,
অমনি উদরসাৎ করিস্ তাহায়।
তীক্ষ্ণ দন্তে, শুষ্ক অস্থি-চর্ব্বণ-বাসনা,
রুধিরের তরে, লোল তৃষিত রসনা।

চিরদিন বিহরিতে ইহ মর্ত্ত্যলোকে
চাহি না আমরা; যবে প্রাচীন দশায়
দেহ-বাস ত্যজে প্রাণ, কে দোষে রে তোকে?
জরাজীর্ণ স্থবিরের তুই রে সহায়!

ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নয়, শরীর বিকল,
অশীতিপরের বটে মরণ মঙ্গল।

কিন্তু ওরে ক্রূরমতি, তোর অত্যাচারে,
বার্দ্ধক্যে ক'জন বল্ উপনীত হয় ?
হসিতমূরতি শিশু, বলিষ্ঠ যুবারে
হঠাৎ হরিস্ কেন না হ'তে সময় ?
তুষ্ট বই, ক্লিষ্ট নয় শরীর-ধারণে,
কি ব'লে কবলে তুই দিস্ হেন জনে ?

চেয়ে দেখ্, রে দুর্ম্মতি ! আহা, কত জন
মর্ম্মভেদি কর্ম্মে তোর অসুখী নিয়ত !
উপযুক্ত পুত্র গেছে আঁধারি ভুবন,
জনক জননী বৃদ্ধ ধরা-শয্যাগত !
যার মুখ চেয়ে তারা ধরিত জীবন,
কেন রে করাল কাল হরিলি সে ধন ?

গুণোত্তমা, রমার প্রতিমা সুশোভনা,
দুঃখের সময়, সুখে গত যার সহ,
কে হরিল আহা সেই ললিতা ললনা,
নাথের হৃদয়ে দিয়ে ব্যথা দুর্ব্বিষহ ?
হরেছিস্ গৃহলক্ষ্মী তুই রে শমন,
গৃহস্থলী হইয়াছে অরণ্য বিজন !

পতিহীনা কোন বালা অতি ম্রিয়মাণ,
নিয়ত বরিষে বারি আয়ত নয়নে;
অস্তমিত রবি, সুখ-দিবা অবসান,
নলিনী প্রফুল্ল বল রহিবে কেমনে?
তুহিনের ধারা নিত্য নয়ন-আসার-
সম্পাতে শরীর তার তন্তুমাত্র সার।

নবীনপল্লব-নবমঞ্জরী-ভূষণা
কৃশাঙ্গী লতিকা, আহা! সুদৃঢ়বন্ধনে
বেঁধেছিল তরুবরে অনন্যশরণা,
ভেবেছিল সুখে রবে সংসার-কাননে;
কৃতান্ত-কুঠারে কিন্তু ছিন্ন তরুবর,
নিরাশ্রয়া লতা-বধূ ধূলায় ধূসর!

জীবকুল-নিসূদন রে পামর যম!
মাতৃ-অঙ্ক-অলঙ্কার, হৃদয়-রতন,—
শিশুপ্রতি কোন্ রথী প্রকাশে বিক্রম?
কোন্ বীর বালকেরে করে নিপীড়ন?
ওরে ক্রূর! শূরোচিত এই কি বিধান
বধিতে কোমলকায় বালকের প্রাণ?

লোচন-আনন্দকর, সুন্দর আনন,
অধর প্রবাল, দন্ত মুকুতাগঞ্জিত,

নিন্দি ইন্দীবর নীল উজ্জ্বল নয়ন,
অর্দ্ধস্ফুট কথাগুলি অমিয়-জড়িত,—
—নবোদিত শশিকলা, এ কি রে অন্যায়!
অকালে করাল রাহু, গ্রাসিস্ তাহায়?

অয়ি অভাগিনি অশ্রুনয়না জননি!
কি ফল বিলাপে তব, কি ফল রোদনে,
যে চোরে হরেছে তব হৃদয়ের মণি,
কে তারে রাখিবে বল জগতে শাসনে?
রাজা, সেই দস্যুভয়ে সদা সশঙ্কিত,
ঘাতক, সে নাম শুনে আতঙ্কে কম্পিত!

রে নির্ম্মম! তোমা সম পাষণ্ড দুর্জ্জন
আর নাই, এ সংসার সুখের আলয়,
তোর দাপে সুখী কিন্তু নহে কার মন,
শোক-কীট-জর্জ্জরিত সবার হৃদয়!
কে আছে রে এ জগতে হেন সুখিজন
যমে যারে করে নাই কভু জ্বালাতন?

ঈশ্বরপরায়ণ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যু-প্রতি উক্তি।

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন
অনিত্য সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে
চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে ;
পাপরূপ-পিশাচ যাদের হৃদাসন
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয় ;
পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয় ;—
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটী তোমার,
তাহাদেরি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন!
যে অম্লান-কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত।
কোন রূপে অতিক্রম করিলে তোমায়,
সফল হইবে আশা, যাইব তথায়।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা।

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
"শুন মোর কথা, ধনি,* নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া!
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
হিমাদ্রি-সদৃশ আমি,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন,
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।

---

* পদ্যে স্ত্রীলোকের সম্বোধনে "ধনি" শব্দটী বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেহ অন্ন রাঁধি খায়,
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,
এ রাঙ্গ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবনে,
মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে।
তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডালরাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে।
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!"
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ; গম্ভীর স্বননে
আইলেন প্রভঞ্জন
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে!
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি

হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে !
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে,
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ।

কেদারবাহিনী নদী ।

(এই কবিতাটীর মর্ম্ম ইংরেজী হইতে গৃহীত ।)

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
রজতের ধারা যেন শুভ্র নিরমল,
মৃদু কলরবে কিবা করিতেছে গতি !
প্রবল প্রবাহে নহে গমন চঞ্চল ।
দেখিলেই বোধ হয় হিতব্রতে ব্রতী
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ।

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
সাজায়েছে ভূমিখণ্ড হরিতবরণে ;
ওষধি উন্নত-শীর্ষ, সহর্ষ ব্রততী
ভূষিতা হয়েছে নানা ফুল-আভরণে ।
দিয়েছে তরুর ফলে মিষ্ট রস অতি
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ।

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
উদ্ভিদের অনুকূলা না হয় কেবল,
তটেতে কুটীরবাসী কৃষকের প্রতি
প্রসন্ন সতত তার সলিল বিমল।
নিত্য সমাদরে সেবে কৃষক-দম্পতি
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী।

কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
হিত-ব্রতে উপদেশ দিয়াছে আমারে ;
স্বল্প বটে বুদ্ধি আর সামর্থ্য-সঙ্গতি
তবু রত হব আমি পর-উপকারে।
বহিবে জীবন-স্রোত, যথা দয়াবতী
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী।

দশরথের প্রতি কেকয়ী।

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে, কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা

সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতিগৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলী দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গায়িছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?
কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে

দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ শুনি, হে রাজন্, এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্যবলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল ! পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রূপবতী নারীধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি।
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—"অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে।
ধর্ম্ম শব্দ মুখে—গতি অধর্ম্মের পথে !"

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ ; কিংবা দিয়া চুণকালি গালে
খেদাও গহনবনে। যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয়।
তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব

ভরত,—ভারতরত্ন, রঘুচূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা, এ তিনের মাঝে
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে !
কি কুহকে কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী,
ভুলাইলা মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার সাধ্য রোধে
তোমায় ? নরেন্দ্র তুমি ! কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণীবেশে দাসী ! দেশদেশান্তরে
ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে !

পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেথানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
পুষি শারীশুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী ;—
শিখিলে ও কথা তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে, গায়িবে তারা বসি বৃক্ষশাখে
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
শিখিপক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লীবালদলে ;
করতালি দিয়া তারা গায়িবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি !

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,

যুবরাজ পুত্র রাম ! জনকনন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে,
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে !

যমুনা।

গৌরবে, যমুনে ! তুমি কলকল স্বনে,
নবীন নীরদ-কান্তি নিন্দি নীল নীরে,
তরঙ্গ-বিভঙ্গে নাচি সমীরণ সনে,
ফেনপুঞ্জ-পুষ্পদাম-মণ্ডিত শরীরে,
গৌরবে, যমুনে ! তুমি আছ প্রবাহিনী,
কোটি-কোটি-জীবকুল-কল্যাণ-দায়িনী।

পুণ্যতোয়া নদী তুমি, দক্ষ-কন্যা সতী
পতি-নিন্দা শুনি যবে ত্যজিলেন প্রাণ,
পত্নী-শোকানলে দগ্ধ দেব পশুপতি
হিমাচ্ছন্ন হিমাদ্রির ভ্রমি সর্ব্বস্থান,

কোথা না তাপিত তনু জুড়াইতে পারি,
নিলেন শরণ শেষে তব হিম-বারি।*

পবিত্র তোমার তীরে করি যোগাসন,
সহিতে না পারি বিমাতার বাক্য-বাণ,
তপঃসিদ্ধ ধ্রুব, স্বর্গে করি আরোহণ,
সপ্তর্ষিমণ্ডল-শীর্ষে লভেছেন স্থান;
যেমতি নিশ্চলা ভক্তি ছিল ব্রহ্মপদে,
তেমতি নিশ্চলভাবে আছেন স্বপদে।

রমণীয় তীরে তব হইয়া রাখাল,
গোলোক-বিহারী হরি ভূলোক-নিবাসী,

---

* পুরাণে কথিত আছে,—

"यदा दक्षसुता ब्रह्मन् सती याता यमक्षयं।
विनाश्य दक्षयज्ञं तं विचचार त्रिलोचनः॥
ततो वृषध्वजं दृष्ट्वा कन्दर्पः कुसुमायुधः।
अपत्नीकं तदास्त्रेण उन्मादेनाभ्यताड़यत्॥
ततो हरः शरेणाथ उन्मादेनाभिताड़ितः।
विचचार तदोन्मत्तः काननानि सरांसि च॥
स्मरन् सतीं महादेवस्तथोन्मादेन ताड़ितः।
न शर्म्म लेभे देवर्षे बाणविद्ध इव द्विपः॥
ततः पपात देवेशः कालिन्दीसरिते मुने।
निमग्ने शङ्करे चापि दग्धा कृष्णत्वमागताः॥
तदाप्रभृति कालिन्द्या भृङ्गाञ्जननिभं जलं॥"

চরাতেন চরাচর-পালক গোপাল,
গোপ-সীমন্তিনী-দত্ত নবনী-প্রয়াসী।
যাঁর পাদোদক গঙ্গা, তাঁর অঙ্গগ্লানি
হরেছ, যমুনে! তব বহু ভাগ্য মানি।

শ্যামল পুলিনে তব তমালের তলে
বনমালী বেণুযন্ত্র বাজাতেন যবে,
ঊর্দ্ধমুখে অর্দ্ধগ্রস্ত ত্যজিয়া কবলে
ধেনুবৃন্দ পুলকিত হইত সে রবে;
আনন্দে, কালিন্দি! তুমি বহিতে উজান,
পবন পালটি ধেয়ে ঘুরিত সে স্থান;

নাচিত আভীরবালা গভীর উল্লাসে,
মিশায়ে মঞ্জীর-ধ্বনি বাঁশরী-নিস্বনে,
ললিত পঞ্চম রাগ শিখিবার আশে
কুহরিত পিক নিত্য নিকুঞ্জ-কাননে,
অলি মুরলীর ধরি রন্ধ্রের আকার,
অসূয়ার পরবশে করিত ঝঙ্কার।*

---

* যাঁহারা কৃষ্ণকথা কাণে তুলিতে চান না, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, যে ভাষায় কবিতা রচিত হয়, সেই ভাষাভাষী জনসাধারণের বিশ্বাস সেই কবিতায় অনুস্যূত থাকে। আমি পদ্যপাঠে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রখ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

অবগাহি তব নীরে, বীর বৃকোদর,
বিক্ষোভিত করি বারি, গাত্র-মার্জ্জনায়,
বিনা বাতে বিরচিয়া ঊর্ম্মি বহুতর
তীরভূমি অভিহত করেছে লীলায়।
সহেছ দৌরাত্ম্য তুমি, জননী যেমন
স্তনন্ধয় শিশুকৃত সহেন পীড়ন।

অর্জ্জুন গাণ্ডীবধন্বা, খাণ্ডব দাহনে
বজ্রধর ইন্দ্র যাঁরে নিবারিতে নারে,
সমর-নৈপুণ্যে যাঁর কুরুক্ষেত্র-রণে,
বৈরি-বনিতার অশ্রু পড়ে শতধারে,
সেই বীরশ্রেষ্ঠ সেবা করেছে তোমারে,
পড়ে কি, যমুনে, মনে গঙ্গার কুমারে ?

গঙ্গার কুমার, চিরকুমার ধার্ম্মিক,
সত্যবতী হেতু সত্য পালনে অটল,
শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য যাঁর দেখি অলৌকিক,
বিস্ময়ে বলিল ভীষ্ম ভূপতিমণ্ডল ?*
স্মরি যাঁর গুণগ্রাম হিন্দুর সন্তান,
এখনো তর্পণে করে তোয়াঞ্জলি দান ?

---

* ভীষ্মের প্রকৃত নাম দেবব্রত। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। শান্তনু সত্যবতীর পাণিগ্রহণার্থী হইলে, সত্যবতীর পিতা শান্তনুকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিতে চান যে, সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই রাজপদের

অতীত বৃত্তান্ত সাক্ষী তুমি ভারতের,
দেখিয়াছ কত রাজা, রাজ্যের বিপ্লব,
দেখিয়াছ ক্ষত্রতেজ, বীর্য্য যবনের ;
সুপ্রশস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ,* দিল্লী অভিনব,†

উত্তরাধিকারী হইবে। শান্তনু পূর্ব্বেই দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অতএব এই নিয়মে সম্মত হইলেন না। দেবব্রত, সত্যবতীর উপর পিতার অনুরাগ বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজন্যবর্গ সমভিব্যাহারে সেই কন্যাকে তদীয় পিতৃভবন হইতে আনয়ন করিতে যাইলেন। পরে সত্যবতীর পিতা তাঁহার সমক্ষে কন্যা দানের নিয়ম উল্লেখ করিলে তিনি স্বীকার পাইলেন যে সত্যবতীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তিনিই রাজা হইবেন, আমি রাজপদে দাবি রাখিব না। কিন্তু তথাপি সত্যবতীর পিতা বলিলেন, আপনি রাজপদ গ্রহণ না করিলেও আপনার পুত্রেরা পরিণামে বিরোধ বাঁধাইতে পারেন। তৎশ্রবণে দেবব্রত সত্য করিলেন, আমি দারপরিগ্রহ করিব না, চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। পিতার পরিতৃপ্তি হেতু দেবব্রতের ঈদৃশ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, রাজন্যসভা তাঁহাকে ভীষ্ম নাম প্রদান করিয়াছিলেন। সত্যবতীর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য দীর্ঘজীবী হন নাই, সুতরাং অধিক দিন রাজ্য ভোগ করা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহাদের পরলোকপ্রাপ্তির পর কুরুকুল নির্ম্মূল হয় দেখিয়া সত্যবতী নিজে ভীষ্মকে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দারপরিগ্রহজন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন ; কিন্তু ভীষ্ম সত্যভঙ্গ ভয়ে তাহাতে সম্মত হন নাই। ভীষ্মের শৌর্য্যও অসাধারণ ছিল ; মহাভারতে ভূরি উল্লেখ আছে। ভীষ্ম হস্তিনাপুরে থাকিতেন, তবে রাজসূয়যজ্ঞাদি উপলক্ষে তিনি যে যমুনাতীরস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে আসিয়াছিলেন, মহাভারতে সে কথা পাওয়া যায়।

* প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন অট্টালিকার ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপ ইন্দ্রপ্রস্থের সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। বিশপ হিবর সাহেব এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কহিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড লণ্ডন নগর যদি কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রপ্রস্থের তুল্য হইবে না।

† খৃঃ ১৬৩১ অব্দে সাহজাঁহা বাদশাহ প্রাচীন দিল্লীর সন্নিকটে নূতন দিল্লী নগর স্থাপন করেন।

অদ্যাপি তোমার কূলে আছে বিদ্যমান,
আজো তাজবিবি কোলে রয়েছে শয়ান।

রবির তনয়া তুমি গৌরবশালিনী ;
জাহ্নবী সখীরে যথা দেছ আলিঙ্গন,
যুক্তবেণী মুক্তিদাত্রী কলুষনাশিনী
পরম পবিত্র তীর্থ করেছে স্থাপন।
অনুরাগে প্রয়াগে সকলে করে স্নান,
দেহ সহ চিত্তশুদ্ধি যোগ্য বটে স্থান।

কোথায় সে শ্যামবট*-বিটপী সুন্দর
বাঞ্ছাকল্পতরু যাহা বিশ্রুত ধরায় ?
কোথা গেল কাম্যকূপ, শত শত নর
পরলোক-সুখলোভে মরিত যাহায় ?†

---

* রঘুবংশ ত্রয়োদশ সর্গে এই শ্যামবটের উল্লেখ আছে ;—

"त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः
सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः ।
राशिर्मणीनामिव गारुडानां
सपद्मरागः फलितो विभाति ॥"

† শ্যামবট এক্ষণে স্তম্ভমাত্রাবিশিষ্ট হইয়া অক্ষয়বট নামে দুর্গাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে শ্যামবটের নিম্নেই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ছিল। ঐ সঙ্গমস্থানই কাম্যকূপ বলিয়া অভিহিত হইত। প্রবাদ এই যে, আকবর পূর্ব্বজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া এই মানসে কাম্যকূপে দেহ ত্যাগ করেন যে পরজন্মে যেন দিল্লীর বাদশাহ হন। আকবর জাতিস্মর ছিলেন,

কামনা আমার এই যমুনা-সঙ্গমে,—
নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শিখি এ জনমে।

ধর্ম্মেরে বাসিব ভাল, বিনা অনুরোধে,
ফলশ্রুতি ধর্ম্মে মতি যেন না জন্মায়,
ঈশ্বরে সঁপিব মন আত্মপ্রীতি-বোধে,
দেহি দেহি রব নাহি রবে রসনায়।
শ্যামবট কাম্যকূপ না লব সন্ধান,
করিব কামনা বিনা পুণ্য অনুষ্ঠান।

বাদশাহ হইয়া কাম্যকূপটী বুজাইয়া দেন। আকবরের হিন্দুজাতির উপর অপক্ষপাতিতা ও আলাহাবাদের দুর্গ নির্ম্মাণ যে এই প্রবাদের মূল ভিত্তি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আকবর রাজাজ্ঞা দ্বারা গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে দেহত্যাগ নিবারণ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে হিন্দুরা অবাধে উহাতে আত্মহত্যার পথ মুক্ত করিয়া রাখে। খৃঃ ১৮০১ অব্দে আলাহাবাদ প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কাম্যকূপে লোক-নিমজ্জন রহিত হয়। থরণ্টন সাহেব লিখিয়াছেন—

"Close to the wall of the fort is the actual confluence of the Jumna and the Ganges, visited by great numbers of pilgrims of both sexes anxious to bathe in the purifying waters. Formerly it was not uncommon for devotees of either sex to cause earthen vessels to be fastened round their waists or to their feet, and having proceeded in a boat to the middle of the stream, then precipitate themselves, to rise no more, supposing that by this self-immolation they secured eternal bliss."

দৃষ্টান্ত-সমুচ্চয়।

হে বিলাসি! ভোগ-সুখ-অভিলাষী নর
ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর?
পরিণাম-ভস্ম-অঙ্গে কেন বিলেপন?
কেন বেশভূষা তার সৌষ্ঠব-সাধন?
কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়।
ভঙ্গুর শরীরে ভোগ-বাসনা বিফল,
যযাতি প্রকৃষ্ট দেখ দৃষ্টান্তের স্থল।*
পুত্রে জরাভার বটে দিল ধরাপতি,
কেমনে শমনহাতে পেলে অব্যাহতি?
ভোগবিলাসের সাধ করা অকারণ,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ!

হে ধনি! বিপুল বিত্তে অবিতৃপ্ত মন,
ধন হেতু দয়া ধর্ম্ম দেছ বিসর্জ্জন।
অন্য চিন্তা নাহি মনে কেবল সঞ্চয়;
কোথা রবে ধন তব নিধনসময়?

---

* এরূপ কথিত আছে যে, যযাতি, শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক জরাগ্রস্ত হইতে অভিশপ্ত হইলে, পুত্রের উপর জরাভার অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট জীবনকাল ভোগসুখে যাপন করিয়াছিলেন। মহাভারত আদিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী দুরন্ত যবন,*
ভারতের সর্ব্বস্ব করিলা বিলুণ্ঠন ;
নিগ্রহিয়া বিগ্রহেরে নিধি নিলা হরে,
হইল অলকাভ্রান্তি গজনি নগরে ;
কি ভাব অন্তরে তাঁর, জনমের মত
যখন হেরিলা শেষ রত্নরাজি যত ?
অনর্থ অর্থের লাগি ব্যস্ত কি কারণ,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

উচ্চপদ-অভিমানি ! সবে তুচ্ছ জ্ঞান,
অন্যসহ বাক্যালাপে ভাব অপমান !
শীলতা ভব্যতা আর ঔদার্য্য বিনয়—
সমাজের বন্ধন এ সব সুনিশ্চয় ।
আত্মগরিমায় মত্ত তব ক্ষুদ্র মন,
কেমনে জানিবে তুমি ভদ্র আচরণ ?
কর যে ক' দিন পার বৃথা অহঙ্কার,
চরমে সমান মান তোমার আমার !
কুরু-রাজ-কলেবর যাতে পরিণত,
দরিদ্রের দেহ-লয় নয় অন্যমত ।
শূন্যগর্ভ গর্ব্বে, কিবা আছে প্রয়োজন ?
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

---

* সুলতান মামুদ। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মহার্হ রত্ন সমস্ত সম্মুখে স্থাপন করাইয়াছিলেন এবং শীঘ্রই সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হইবে এই ভাবিয়া রোদন করিয়াছিলেন ।

হে ভীরু! সমরে করি পৃষ্ঠ প্রদর্শন
প্রাণভয়ে কম্পিতাঙ্গ ভঙ্গ দেও রণ!
পদ্মবন দৃপ্ত করী যথা পদে দলে,
পদে পদে মথে অরি রণভীরুদলে;
সামান্য ইংরাজ-সৈন্য সিরাজ নবাবে,
আহবে করিল জয় সাহস-প্রভাবে;
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা ভীষ্ম রণধীর
যাচিলেন, ত্যেজিলেন যখন শরীর;*
অগণ্য দ্বিষতে যুঝি তিনশত গ্রীক, †
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু যাচিল নির্ভীক।
সৈনিকে সাহসহীন এ কথা কেমন,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ?

---

* সমরক্ষেত্রে ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন এবং তাঁহার নিদেশক্রমে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শরত্রয়ে উপাধান গঠন বৃত্তান্ত মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে বিবৃত আছে।

† পারস্যপতি জরক্সিস যখন গ্রীস জয় করিতে যাত্রা করেন, তখন গ্রীসের অন্যতম রাজা লিওনিদস থর্ম্মাপলি নামক সুপ্রসিদ্ধ গিরিপথ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হন। পারস্যরাজ কোন উপায়ে আর একটী পথের সন্ধান পান এবং রজনীযোগে সেই পথ দিয়া পর্ব্বত পার হইতে প্রবৃত্ত হন। উষার আলোকে লিওনিদস এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন এবং তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া পারস্য-অক্ষৌহিণীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; অবধারিত মৃত্যু জানিয়াও পলায়ন করিলেন না। লিওনিদস ও তাঁহার তিন শত সেনা এত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, পারস্যরাজকে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ অবধি তাঁহারা শত্রুবিনাশের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গ্রীসের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার সবিস্তর বিবরণ জানা যাইবে।

পুষ্প ।

সৃষ্টির সুন্দরশ্রেষ্ঠ পুষ্প মনোহর !
সুষমাতে কেহ নয় তোমার সমান ;
কিসে উপমার পাত্র নক্ষত্রনিকর ?
দূরতাই তাহাদের চারুতা-নিদান ।
কোথা পাবে কোমলতা সুরস সুবাস,
গোপনে খনিতে মণি তাই করে বাস ।

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ-চিত্ত-প্রসাদন,
কে না ভালবাসে, পুষ্প, তোমারে ভুবনে ?
সুকুমার শিশু, তুল্য-প্রফুল্ল-আনন,
তোমারে পাইলে, সেও সুখী হয় মনে ;
পুলকে পলকহীন নয়ন চঞ্চল,
সাদরে বরণভাতি নিরখে কেবল ।

বনিতারো বহুমানে তুমি সংবর্দ্ধিত,
চিকণিয়া চন্দ্রমুখী মালা গাঁথি পরে,
কুটিল কবরী তার কুসুমে জড়িত,
ফণিনীর শিরোমণি সপ্রমাণ করে !
রজত কাঞ্চন, জানি বত মান যার,
পুষ্পাকারে অঙ্গে কেন উঠে অলঙ্কার ?

প্রাচীন, দেবতা প্রতি অতি ভক্তিমান,
বিষয়ে আসক্তি নাই, বাঞ্ছা মুক্তিপদ,
তোমার সম্মান, তারো সমীপে সমান,
সচন্দন পুষ্পদলে পূজে দেবপদ।
এই জ্ঞান, আত্মচিত প্রীত যাতে হয়,
ইষ্টদেব তুষ্ট তাতে হইবে নিশ্চয়।

বালকের খেলনক, বনিতা-ভূষণ,
বৃদ্ধহস্তে নিয়োজিত দেবতা-পূজায়,
যে তোমারে যে ভাবেতে করুক যতন,
আমি কিন্তু অন্য ভাবে নিরখি তোমায় ;
রূপ রস সুবাসের রুচির আবাস,
স্রষ্টা যে নিপুণ শিল্পী তোমাতে প্রকাশ !

নির্ম্মাণকৌশল শুদ্ধ নহে বিদ্যমান,
মানুষের প্রতি ঈশ প্রসন্ন কেমন,
তোমাতে তাহারো পাই প্রচুর প্রমাণ ;
প্রয়োজন জন্য নহে তোমার সৃজন !
চিত্তবিনোদন মাত্র করিয়া উদ্দেশ,
সৃজিলেন কৃপাগুণে পুষ্প পরমেশ।

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী ;—
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফেরফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরি আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ;
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ;
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ;
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন!
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি,
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে ;
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে, আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল ?
দেবী কন, দিব, আগে পারে লয়ে চল।
যার নামে পার করে ভব-পারাবার,
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার !
বসিলা নায়ের বাড়ে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ !
পাটনী বলিছে, মা গো, বৈস ভাল হয়,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল,
আলতা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল ?
পাটনী বলিছে, মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিল দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে !

বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়,
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়,
সে পদ রাখিলা দেবি সেঁউতি-উপরে,
তাঁর ইচ্ছা বিনা, ইথে কি তপ সঞ্চরে ?
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।
সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয় ;
এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরি, তারা উত্তরিল,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিল।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে, চলিল পাটনী ;
পিছে দেখি তারে, দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ জপ জানি নাহি, ধ্যান জ্ঞান আর ;
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়,
সেই দয়া হ'তে মোরে দেহ পরিচয়।

ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিলা হাসিয়া,
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা, প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব,*
বর মাগ মনোনীত, যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান,
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায় ;
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।
সাত পাঁচ মনে করি, প্রেমেতে পূরিল,
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল।
তার বাক্যে মজুন্দারে' প্রত্যয় না হয়,
সোণার সেঁউতি দেখি করিল প্রত্যয়।
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি,
দেখেন সেখায় এক মনোহর ঝাঁপি ;
গন্ধে আমোদিত ঘর, নৃত্য বাদ্য গান ;
কে বাজায়, নাচে, গায়, দেখিতে না পান।

---

* ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদি রাজা।

পুলকে পূরিল অঙ্গ, ভাবিতে লাগিলা ;
হইল আকাশবাণী, অন্নদা আইলা ;
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে ;
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে।
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার,
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার।

গঙ্গা।

সুরধুনি! কত শুনি মহিমা তোমার,
দুরিত করিয়া দূর ধরণীমণ্ডলে
কেবল কৈবল্য দিতে তব অবতার!
ভক্তি-গদগদ-চিত্তে কোবিদ সকলে
বিরচিয়া তব স্তব হন স্বর্গগামী ;
তব তত্ত্ব, দীনসত্ত্ব কি বুঝিব আমি।

কেহ বলে ছিলে তুমি ব্রহ্ম-কমণ্ডলে,
কেহ বলে বিষ্ণু-পদে তোমার উদ্ভব,
ধূর্জ্জটীর জটাবন্ধে ছিলে কেহ বলে,
কেহ বলে জহ্নুমুনি পিতা হন তব ;
যেখানে যেরূপে হোক উৎপত্তি তোমার
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপা তুমি বিধাতার।

হিমাদ্রি-নিঃসৃতা নদী বলে নব্যজনে,
ভারতের উর্ব্বরতা তোমার কৃপায়,
তাই সে কৃতজ্ঞ-চিত্তে হিন্দু-বুধগণে
দেবত্ব আরোপ করি মাহাত্ম্য বাড়ায়।
ও সব বিচার লয়ে থাক্ আধুনিকে,
প্রাচীন হিন্দুর দৃষ্টি শুধু পারত্রিকে।

নহি আধুনিক আমি, নহি পৌরাণিক,
দুর্গম গোমুখী-পথে করি নি ভ্রমণ,
বুঝি না বৃত্তান্ত কিন্তু যত অলৌকিক,
নীররূপে দ্রবীভূত কেন নারায়ণ।
কবি নহি, কল্পনার কৃপা-লেশ নাই,
কেবল চোখের দেখা, লিখি শুধু তাই।

চিরদিন, গঙ্গে, আমি সঙ্গে তব ফিরি,
শিশুকালে দাঁড়াইয়া থাকিতাম কূলে,
কিম্বা ভয়ে জননীরে ধরি ধীরি ধীরি
কুড়াতাম তটলগ্ন কাদামাখা ফুলে;
খেলিতাম ফুল লয়ে পুলকিতমতি,
প্রাতঃস্নান করিতেন মাতা পুণ্যবতী।

অথবা প্রাঙ্মুখ হয়ে নয়নে নিশ্চল,
দেখিতাম তাম্রপ্রভ প্রভাত-তপন;

দেখিতাম নবরৌদ্র তব শুভ্র জল
কলধৌতবিমণ্ডিত করিত কেমন!
ক্ষুদ্র তরঙ্গের শ্রেণী জাগি নিদ্রাভঙ্গে,
কেমন নাচিত ধীর সমীরের সঙ্গে!

কৈশোরে নেমেছি জলে ভয়হীন মন,
সঙ্গিসহ সন্তরণ করেছি অভ্যাস,
না মানিয়া ঘন ঘন তরঙ্গ-তাড়ন
স্রোত-বিপরীত দিকে গমনে উল্লাস ;
ঐরাবত—ইন্দ্রহস্তী—রোধিতে যা নারে,
বাসনা ঠেলিয়া তারে যাইতে সাঁতারে॥

পরিশ্রান্ত হয়ে যবে উঠিতাম তীরে,
দেখিতাম শুদ্ধান্তমহিলা শুদ্ধমতি,
স্নান সমাপন করি, সম্বৃত শরীরে,
পূজিতেন ভক্তিভাবে দেব পশুপতি ॥
আবৃত্তি করিতে ধ্যান যদি হ'ত ভুল,
পলাতাম সাজী হতে তুলে লয়ে ফুল।

বালক-বুদ্ধিতে নাহি বুঝিতাম সার,
অশুদ্ধ হইলে মন্ত্র কিছু নাই ক্ষতি,
ক্ষতি নাই না থাকিলে কোন উপচার,
দেবতার গ্রাহ্য শুধু মনের ভকতি।

বায়ু যথা কুসুমের গন্ধমাত্র লয়,
ভাষা হতে ভক্তি লন বিভুদয়াময়।

যৌবনে ছিলাম আমি তব অনুগত,
শীকর-সম্পৃক্ত বায়ু করিয়া সেবন,
নিদাঘ-সায়াহ্নকাল বঞ্চিয়াছি কত!
সংসারে প্রবিষ্ট তবে হয়েছি নূতন।
বায়ুর হিল্লোলে যথা কল্লোল-উত্থান,
কত উচ্চ আশা হৃদে পেয়েছিল স্থান!

তরণী গরুৎমতী মারুত-চালিত
দেখিতাম দ্রুতবেগে চলিত যেমন;
ভাবিতাম করি সব বিঘ্ন বিমর্দ্দিত
মম লোকযাত্রা হবে নির্ব্বাহ তেমন,—
ধন পাব, মন পাব, হব বিদ্যাবান্,
অবাধে সংসার-পথে করিব প্রয়াণ।

এখন প্রাচীন, হীন উদ্যম উৎসাহ,
জরা সঙ্গে হইতেছে ক্রমে পরিচয়,
ভাদ্রমাসে পরিপূর্ণ দেখি পরিবাহ
ভাবি যে অচিরস্থায়ী এই অভ্যুদয়।
কলকলে জল চলে, দেখি ভাবি মনে,—
কাল-সিন্ধু-মুখে আয়ু ধায় প্রতিক্ষণে।

বৈশাখে বিকালবেলা বসে থাকি তটে;
দেখি তুঙ্গ তরঙ্গের উত্থান পতন
ভাবি আমি মানুষের এই দশা বটে,
স্ফীতবক্ষে প্রভাব দেখায়ে কিছুক্ষণ,
নতশিরে ভেঙ্গে প'ড়ে করে অন্তর্ধান,
মানব ভঙ্গুর অতি তরঙ্গ সমান।

ভাগ্যে যদি থাকে, মাতঃ, অন্তে যেন পাই
অন্তর্জলে তব কূলে করিতে শয়ন,
পার যদি দিও মোক্ষ, তাহে লক্ষ্য নাই ;
শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ আর প্রণয়ভাজন
অনেকে তোমার কোলে করেছি অর্পণ ;
তাই চাই তব অঙ্কে করিতে শয়ন।

হায় রে, মায়ার মোহ বিচিত্র এমন !
উপরত প্রিয়জন, তবু রত তায় !
শ্রদ্ধা-ভরে করে নর শ্রাদ্ধাদি তর্পণ,
দেহ-অন্তে প্রেতসনে সম্মিলন চায় !
তব নীরে ত্যেজে তনু, পুড়ে তব তীরে,
মৃত প্রিয়-জনে যেন দেখা পাই ফিরে।

আর এক নিবেদন আছে তব পায়,—
আমার ভবের লীলা ফুরাবে যখন,
তুমি প্রবাহিনী রবে এমতি ধরায়,
এমতি আবর্ত্তে ঘুরে করিবে নর্ত্তন,

এমতি চন্দ্রার্ক-ভাতি তোমার উরসে,
রঞ্জিত করিবে চারু, রজনী দিবসে।

আমি যাব, রবে তুমি, তাই নিবেদন
করিতেছি সবিনয়ে, মকর-বাহিনি!
ভারতবর্ষের করি কল্যাণ সাধন
যবনে ব্রাহ্মণে হ'ও জ্ঞান-বিধায়িনী।
কলকল নাদে সবে দিও উপদেশ,—
ভিন্ন উপাসনা জন্য না করে বিদ্বেষ।

তোমারে দেখিয়া তারা লভে যেন জ্ঞান,
মহাসিন্ধু সনে যথা তোমার মিলন,
যে দিকে যেমন পথে হোক বহমান,
সকল নদের হয় সমুদ্রে পতন।
সাধনার থাকিলেও বিভিন্ন পদ্ধতি,
মহান্ ঈশ্বরে সব সাধকের মতি।

নাচ ত ময়ূর।

নাচ ত, ময়ূর! তুমি, নাচ ত, ময়ূর!
চঞ্চলা চপলা বালা, মেঘসনে করে খেলা,
চেঁচায় পাগল পারা দাম্ভিক দর্দ্দুর;
সুমধুর কেকারব কর ত ময়ূর!*

---

* মহাকবি কালিদাসের উক্তি,—
"মনোঽভিরামা: শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈ:।
ষড়্‌জসংবাদিনী: কেকা দ্বিধা ভিন্না: শিখণ্ডিভি:।"

চিকুরের ঝন্‌ঝনি, শুনিয়া প্রমাদ গণি,
মা'র কোলে কাঁদে শিশু ভয়েতে আতুর,
নাচ ত, পাইবে শিশু প্রমোদ প্রচুর!

নাচ ত, ময়ূর! তুমি পেখম খুলিয়া,
দেখিয়া মোহন ছাঁদ, ঝলমল কোটি চাঁদ,
নীরদের স্নিগ্ধ মন যাইবে ভুলিয়া,
পবনের অনুরোধে যাবে না চলিয়া।
গিরি সম রবে ধীর, আনন্দের অশ্রুনীর,
বৃষ্টিছলে অবিরল পড়িবে গলিয়া,
দহিবে না মহী আর নিদাঘে জ্বলিয়া।

নাচ ত, ময়ূর! তুমি ঘাড় উঁচ করি,
অহিভুক্ বিহঙ্গম, সে কি এত মনোরম?—
এই ভেবে ঈর্ষ্যাভরে মলিনা শর্ব্বরী
গৌরবে গলায় পরে তারার ন-নরী।
সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ খাদ-পরিহীণ স্বর্ণ-
তারাহারে বিভূষিতা হয়ে বিভাবরী,
মনে করে তার মত নাহিক সুন্দরী।

নাচ ত, ময়ূর! তুমি দেখুক রজনী,
কি ছার সোণার জারি করে সে কাছুরি নারী?
তোমার কলাপে কত নীলকান্ত মণি!
অমন পালিস পান্না পান না রজনী।

ভূপতির পাটরাণি! হ'ও নাকো অভিমানী,
সংখ্যায় গণিত নয়ে গোটাকত মণি,
বনের বিহঙ্গ-অঙ্গে মাণিকের খনি।

নাচ ত, ময়ূর! তুমি দোলায়ে চরণ,
সম্পৎ ত্যজিয়া শূলী, সার করি ভিক্ষা-ঝুলি,
ছাই মাখি গায়ে, পরি হাড়ের ভূষণ,
তথাপি তোমার রূপে মুগ্ধ ত্রিলোচন;
কালকূট পানে নয় নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়,
শোভার সারের সার উমা-বিমোহন
নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ করেন ধারণ।

নাচ ত, ময়ূর! তুমি হেলায়ে শরীরে,
দুর্লভ কৌস্তভে ভুলে, ভ্রমি কালিন্দীর কূলে,
গোপবেশী বিষ্ণু যারে তুলেছেন শিরে,
নাচুক সে জন পূর্ণ প্রমোদ গভীরে।
অনুকারি যার পুচ্ছ, অন্য ভূষা করি তুচ্ছ,
চক্ষুময় হন ইন্দ্র সকল শরীরে,
করুক সে গর্ব্বহারা উর্ব্বশী নটীরে।

নাচ ত, ময়ূর! তুমি দেমাকের ভরে,
আসমুদ্র হিমাচল, ছিল যার করতল,
প্রবলপ্রতাপ সেই দিল্লীর ঈশ্বরে,
সাহজাঁহা বাহাদুরী মানিল অন্তরে,

তোমার মূরতি গড়ি,　তক্তাউসেতে চড়ি;
এক বার ভাবিলে না কি ঘটিবে পরে!
ময়ূরে কার্ত্তিক বিনা কে চড়িবে পরে?

নাচ ত, ময়ূর! তুমি, নাচ ত, ময়ূর!
তোমারে দেখিয়া, পাখি,　ভাবে বিমোহিত থাকি,
খানিক মনের জ্বালা করি আমি দূর,
শোক তাপে চিত্ত মম বড়ই বিধুর।
শোভারাশি একাধারে　দেখিয়া সে বিধাতারে
নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য-তরে বাখানি প্রচুর,
নাচ ত, ময়ূর! তুমি, নাচ ত, ময়ূর!

ধাত্রী পান্না।

[আভাষ। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে, সঙ্গ্রামসিংহের মৃত্যুর পরে মিবার রাজ্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে। সঙ্গ্রামসিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীসিংহের দাসী-পুত্র বনবীরসিংহ, চিতোরের দুর্গ অধিকার করিয়া রাজপদে আসীন হয় এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার বাসনায় সঙ্গ্রামের শিশু পুত্র উদয়সিংহকে নিশীথকালে শয়নকক্ষে হত্যা করিবার মন্ত্রণা করে। উদয়সিংহের ধাত্রী পান্না, হত্যার নিরূপিত সময়ের কিছুকাল পূর্ব্বে এই দুর্মন্ত্রণা জানিতে পারেন। তখন রাজকুমারের প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, তিনি আপনার পুত্রকে রাজকুমারোচিত বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখেন এবং উচ্ছিষ্ট-পূর্ণ করণ্ডকে প্রকৃত রাজপুত্রকে নিদ্রিতাবস্থায় স্থাপন করাইয়া একটী বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা দুর্গের বহির্ভাগে পাঠাইয়া দেন। পান্নার এই অলৌকিক কার্য্যে মিবার রাজবংশ রক্ষা পায়। এই প্রকারে রক্ষিত

উদয়সিংহ রাজপদে আসীন হইয়া মিবারের বর্ত্তমান রাজপাট উদয়পুর নগর নির্ম্মাণ করেন।]

দশ মাস গর্ভে তোরে করেছি ধারণ,
স্নেহের পুতুলি তুই, তুলি তোরে বুকে
করায়েছি স্তনপান, লালন পালন
কত যে করেছি, নিজে কি বলিব মুখে।
সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার,*
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার!

অগাধ সে স্নেহসিন্ধু, অভাগী পান্নার
নিয়তির ফলে আজি শুষ্ক মরুস্থল!
মন্দাকিনী-নীরধারা, স্বাদু দেবতার,
বৈতরণী-স্রোত তাহে বহিল প্রবল! †
শিরীষকুসুম আজি কঠিন কুলিশ!
মলয়জ পঙ্ক হ'লো দুর্গন্ধ পুরীষ! ‡

---

* সমুদ্র স্থানে স্থানে অতলস্পর্শ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে যে, ইহার গভীরতা কোথাও পাঁচ মাইলের বড় অধিক নহে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে আড়াই মাইল ধরা যাইতে পারে।

† যে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর নীরধারা দেবতারাও সুস্বাদু বলিয়া পান করিয়া থাকেন, সেই মন্দাকিনীতে আজি 'দুর্গন্ধা রুধিরাবহা উষ্ণতোয়া অস্থিকেশ-তরঙ্গিণী' নরকস্থা বৈতরণী নদীর স্রোত প্রবাহিত হইল, অর্থাৎ আজি স্বর্গীয় মাতৃস্নেহে নরকযোগ্য রাক্ষসীভাব আবির্ভূত হইল।

‡ শিরীষকুসুম আজি কঠিন বজ্রে এবং সুগন্ধ চন্দন আজি দুর্গন্ধ বিষ্ঠায় পরিণত হইল, অর্থাৎ মাতার সুকোমল অন্তঃকরণ বজ্রবৎ কঠিন হইল এবং পুত্রবৎসলা জননীর যে ব্যবহার সুঘ্রাণ চন্দনের ন্যায় দেবনর-প্রীতিকর, তাহা আজি বিষ্ঠাতুল্য ঘৃণাকর হইল। মলমূত্রবোধক শব্দ শিষ্টপ্রয়োগ নহে, এই শ্লোকে পুরীষ শব্দটী কেবল উপমার অনুরোধে মার্জ্জনীয় হইতে পারে।

বাঘিনী, রুধিরপানে নিয়ত লোলুপা,
আপন সন্তানে তারো প্রবল মমতা ;
পরসুত-ঘাতিনী পূতনা গোপীরূপা,*
নিজ পুত্রে স্তনদানে করে নি খলতা ;
বাঘিনী, রাক্ষসী, বড় নির্দ্দয় জগতে,
তারা কিন্তু শত গুণে ভাল আমা হতে।

হায়, বৎস! এ বীভৎস কার্য্য সম্পাদনে
পাপীয়সী পান্না বই সাধ্য আর কার?
পরলোকগত পতি, তাঁর স্থাপ্য ধনে
ডাকাতি করিতে আজি প্রবৃত্তি আমার!
পতিকুলে দিতে, বাপ! নিবাপ-অঞ্জলি,
কেহ না রহিবে, তোরে যমে দিলে বলি!

কেনরে অজস্র অশ্রু হৃদি বজ্রসারে
পড়িস্ বহিয়া, পান্না পাশরিবে স্নেহ।
'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে
কুরুক্ষেত্র-রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ; †

---

* কথিত আছে, কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী পূতনা বিষস্তন্য পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-সংহার-বাসনায় গোপিকার বেশ ধরিয়া তাঁহাকে স্তনপান করাইতে আসিয়াছিল। অন্তর্যামী কৃষ্ণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এত বলপূর্ব্বক স্তন চোষণ করিয়াছিলেন যে, রাক্ষসী তাহাতে নিজেই প্রাণ-ত্যাগ করে।

† দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডব উভয়ের শস্ত্রাচার্য্য। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন যুদ্ধস্থলে এই মিথ্যা সংবাদ পাইয়া তিনি অস্ত্রত্যাগ করেন, এবং বিপক্ষ হস্তে নিহত হন।

মহারথ তিনি, তবু বাৎসল্যের দাস !
নারী হয়ে বীরধর্ম্ম করিব প্রকাশ !

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম্ম পালে সেই জনে,
আত্ম-পরিজন-স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে,*
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সঙ্কল্প সাধনে।
ভীরুতা মমতা, দুয়ে নিকট সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্র-চেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।†

---

* ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নির্ব্বাসিত টারকুইনের গোপনে সহায়তা করাতে, রোমের প্রথম কন্সল ক্রটস বিচারাসনে বসিয়া, নিজ পুত্রের শিরশ্ছেদ দণ্ড বিধান করেন। ভারতবর্ষবিজেতা মহম্মদ গোরি, রাত্রিকালে পরবনিতার সহিত এক শয্যায় শয়ান সৈনিক পুরুষের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিবার পূর্ব্বে আলোক নির্ব্বাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লম্পটস্বভাব ছিল; অপরাধী যদি তাঁহার ভ্রাতৃ-তনয় হয়, তবে পাছে তাহার মুখ দেখিয়া মায়া জন্মে, তিনি আলোক নির্ব্বাণের এই হেতু নির্দ্দেশ করেন। রামচন্দ্রের সীতা-ত্যাগ ও লক্ষ্মণবর্জ্জনও এই বীর-ধর্ম্ম দ্যোতক।

† পান্নার হৃদয় তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন শৌর্য্যমদে উত্তেজিত না হইলে, তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না। মিউসস্ স্কেভলা যখন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে হস্ত প্রদান করেন; পিউনিক যুদ্ধে যখন রেগুলস, আপনার ঘোর বিপদ জানিয়াও, সেনেট-সভায় সন্ধি স্থাপনে পরামর্শ দেন নাই, তখন তাহারাও, "ভীরুতা মমতা দুয়ে নিকট সম্বন্ধ" এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যে দেশে সাধ্বী রমণীরা জলন্ত-চিতায় দেহ সমর্পণ করিতেন, সে দেশের রমণীর ঈদৃশ মানসিক বল অলীক বলিয়া অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। পান্না নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার,
সেই দাসীপুত্র হবে মিবারের রাজা ?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ?
অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুক্কুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন ?

না দিব ঘটিতে হেন, বাঁচাব কুমারে,
হিন্দুর গৌরব-রবি রাণা-বংশধর
রহিবে অক্ষত দেহে, বলুক আমারে
অপত্যঘাতিনী লোকে, তাহে নাহি ডর।
দাতা কর্ণ লভে পুণ্য বধি বৃষকেতু,*
আমার অপত্যবধ হবে ধর্ম্মহেতু।

এস, পুত্র! পরাইব রত্ন-আভরণ,
সাজাব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সুবেশে,
পালঙ্কের অঙ্কে তোমা করিয়া স্থাপন
কাঁপাব চামর-বাতে কাকপক্ষ-কেশে।

---

* শিশুবোধে কবিচন্দ্র প্রণীত দাতা কর্ণের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য। পান্না মনে মনে সঙ্কল্পিত কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা আন্দোলন করিবার সময়ে "বীর-ধর্ম্মের" প্রবলতায় মাতৃ-স্নেহ দূর করিয়াছিলেন; তৎপরে লোকে নিন্দা করিবে এই ভয় তাঁহার হৃদয়ে উদয় হয়, তখন কর্ণের আতিথ্যসৎকার নিমিত্ত স্বপুত্রবধ স্মরণ করিয়া সেই ভয়টীও দূর করিলেন।

নির্জ্জল নিশ্চল নেত্রে চাব মুখপানে,
যাবৎ না হও ছিন্ন ঘাতক-কৃপাণে ।

পলাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক,
শৃগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার,
জ্বলিবে যখন তব পৌরুষ-পাবক,
উৎপাত-পতঙ্গ পুড়ে হবে ছারখার ।
ঢাকুক প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির,
অচিরে প্রদীপ্ততেজে উঠিবে মিহির ।

দামোদর নদতীরে স্বপ্নদৃষ্ট কানন ।

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ,
ক্ষীর-সম স্বাদু নীর,
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর ;
বিন্ধ্যাগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশদেশান্তরে চলে ;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে ;
পবিত্র করিলা যে নদের কুল
সুকবি কঙ্কণ কবি*

---

* কবিকঙ্কণ—ইঁহার প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ; 'কবিকঙ্কণ' তাৎকালিক জনগণের প্রদত্ত মুকুন্দরামের কবিত্বশক্তিজ্ঞাপক উপাধি মাত্র।

"ফুটায়ে কবিতা- কুসুম মধুর
বাগ্নীর প্রসাদ লভি ;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী*
জনমী সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর- তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি ;
গগন-ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল ;

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা নামক গ্রামে মুকুন্দরামের নিবাস ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কবিত্ব ও কল্পনা-গুণ ধরিয়া বিচার করিলে "চক্রবর্ত্তী শ্রীকবি-কঙ্কণ" বাঙ্গালার কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

* ভারতচন্দ্র রায়। ভুরশুট পরগণার মধ্যে "পেঁড়ো" নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার রচনা অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট হইলেও, লালিত্যগুণে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

পড়ে তরু-শিরে তৃণ লতা দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন;
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত।
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু,
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন প্রমাদে সংসার-ভাবনা
পাশরিনু সমুদয়।
ভাবি যেন কোন নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই;
আসি কত দুর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই;
অতি মনোহর কানন রুচির,
যেন সে গগন-কোলে
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,

বরণ হরিত বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ
বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা যেন বা কেহ।
শোভে বন-মাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায় ;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে ;
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিরত খেলে উল্লাসে ;
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি,
মৃণাল উপাড়ি খায় ;
রৌদ্র-সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায় ;
তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে ;
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে ;
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে ;

উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
যেড়ায় কমল-দলে ;
শ্যামা দেয় শীস্ ; বন হৃষ্ট করি
ভ্রমে সে ললিত তান ;
প্রতিধ্বনি তার পূরি চারি দিক
আনন্দে ছড়ায় গান ;
ঝরে সুমধুর কোকিল-ঝঙ্কার
সকল কাননময়,
মধুবৃষ্টি যেন ঘন কুহরবে,
শ্রুতি বিমোহিত হয়।

চন্দ্র।

ভুবনমোহন রূপ ধর তুমি শশি !
তোমার কৌমুদীরাশি তামসীর তম নাশি,
কেমন সাজায় তারে মোহিনী রূপসী
পরায় সোণার হার নদীর গলায়,
সৈকত পুলিনে তার চুমকি বসায় !

নভ-নীলহ্রদে তুমি হীরার কমল !
পুঞ্জ পুঞ্জ মধুব্রত, মকরন্দ পানে রত,
তাই কি নিয়ত কোলে কালিমা কেবল ?
রবির তোমাতে দেখি বড়ই সোহাগ,
নিজ করে সদা ক'রে দেয় অঙ্গরাগ।

ললিত-লাবণ্য তব জুড়ায় নয়ন !
উদিলে গগনতলে শিশুগণে কুতূহলে,
অনিমিখে তোমাপানে করে বিলোকন।
আদরে প্রসূতি ডাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
মণির কপালে তার টিক্ দিয়ে যেতে।

সবাই তোমারে ভাল বাসে শশধর !
নির্ম্মল চাঁদিনী রাতে, বাঁশরী লইয়া হাতে
রাখাল বাজায় কিবা সুললিত স্বর।
নীরব নিশায় অই বাঁশরীর স্বরে
অমিয়ের ধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।

প্রণয়ীর সখা তুমি বিদিত ভুবন,
মলয় মারুত মন্দ, প্রফুল্ল কুসুম-গন্ধ,
রজত-ধবল আর তোমার কিরণ,
একত্রিত কান্তকান্তা সেবা করে যবে,
অমর-বিভব তারা ভোগ করে ভবে।

বিভ্রম ঘটাতে তুমি বড়ই চতুর,
বিভাবরী দ্বিপ্রহরে, দিনমান মনে ক'রে,
আধো ঘুম চোকে পিক কুহরে মধুর !
নীরে ক্ষীর, ভাবি লুব্ধ মার্জ্জারের মন,
বিটপে বিকট ভূত দেখে ভীরু জন !

বহুরূপী ইন্দু তুমি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে,
কভু বক্ররেখাসম, কভু অর্দ্ধবৃত্তোপম,
কভু বা বর্ত্তুল-দেহে উঠ নভস্তলে ;
কভু তব অদর্শনে অমা-নিশীথিনী
গলিত-চিকুর-ভারে কাঁদে অনাথিনী।

রঙ্গরসে সুরসিক চন্দ্র তুমি বট,
এই স্ফুট হাস হাসি, তব সুধা-অভিলাষী
চকোর নিকটে চির প্রণয় প্রকট,
আবার মেঘের আড়ে লুকায়ে মুরতি,
প্রকাশ কপট কোপ অনুগত প্রতি।

কলঙ্কী শশাঙ্ক তুমি জগতে প্রচার !
নিশাভাগে নিরজনে, কাহার কোমল মনে
কভু কি বিষণ্ণ-ভাব কর হে সঞ্চার ?
তব হিমকরে বাড়ে দেহতাপ যার,
সে জানে পাষাণে গাঁথা হৃদয় তোমার।

ও কলঙ্ক কলানিধি ধরি না তোমার,
সাগর মথিত হলে, উগারিল হলাহলে,
তবু রত্নাকর নাম প্রথিত তাহার।
যে জ্বলে জ্বলুক তব কিরণ-গরলে,
সুধাকর নাম তবু ঘোষিবে সকলে।

বাতাস।

নিখিল-পৃথিবী-ব্যাপী, চক্ষু-অগোচর,
হে অনিল, জীবনের প্রধান সহায়!
কি আশ্চর্য্য, পুরাকালে তত্ত্বহীন নর
দেবতা বলিয়া বহু বন্দিবে তোমায়?
বিস্ময়ে আমিও সেই দিতাম সম্মান,
যদি না বিভিন্ন বার্ত্তা বলিত বিজ্ঞান।

বলুক বিজ্ঞানবিৎ যাহা মনে লয়,
ভৌতিক, যৌগিক,* কিংবা দি'ক ভিন্ন নাম,
পূর্ব্বক্ষমতার তব নাই অপচয়,
অসঙ্কোচে প্রবাহিত আছ অবিরাম!
সেই সদা ক্রীড়াপর তরল-প্রকৃতি,
যখন যা অভিরুচি সেইরূপ গতি!

---

* প্রাচীন পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, জড়পদার্থমাত্রই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতাত্মক। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই পাঞ্চভৌতিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বায়ু দুই পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভৌতিক না হইয়া যৌগিক পদার্থ হইবে।

ভূদেব বাবু প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে পাঞ্চভৌতিক মত ও তাহার খণ্ডন-বৃত্তান্ত বিবৃত আছে।

সুখদ তোমার স্পর্শ, যবে হে সুজন !
প্রমোদিত পুষ্পবন-সৌরভ-সম্ভার
মন্দ মন্দ হিল্লোলেতে করিয়া বহন,
বসন্ত-লক্ষ্মীরে দেহ প্রীতি-উপহার !
এত ধীর, লতিকার নব কিশলয়
দোলাইতে তবে, তব ভার বোধ হয়।

দুঃসহ শীতল, স্পর্শ-বিরস কখন ;
দুর্জ্জনের সঙ্গ হেন বর্জ্জে তোমা সবে।
শতগ্রন্থি কাঁথা মাত্র জীর্ণ আবরণ
দরিদ্রে কতই ক্লেশ দেও তুমি তবে।
জানু ভানু কৃশানু আশ্রয় মাত্র করি,
যোগেযাগে বঞ্চে তারা দিবা বিভাবরী !

কখন দুর্লভ তুমি, গৌরব-প্রয়াসী,
ত্যজিতে না যাও তরু-শিখর-আসন,
নিদাঘ-পীড়িত নর, শৈত্য-অভিলাষী,
ব্যজনে বৃথায় তব করে উদ্বোধন।
উশীর চন্দন, অনুলেপন বিফল,
গ্রীষ্মপ্রশমন তব সঞ্চার কেবল।

কভু, ক্ষিপ্ত যূথপতি অযুত সমান
উচ্ছৃঙ্খল, স্বদল সহিত হুহুঙ্কারে,

ঘোরদর্পে শূন্যদেশে বহ বেগবান্,
পরুষ আচারে পীড়া দিয়া বসুধারে ;
ছিন্নভিন্ন বৃক্ষলতা প্রাসাদ কুটীর,
উত্তালতরঙ্গে সিন্ধু গ্রাস করে তীর।

সর্ব্বতঃ অপ্রতিহত বিক্রম তোমার !
বঙ্গদেশে সবিশেষ জানে সর্ব্বজনে ;
বিদ্যুৎ স্ফুরিত গাঢ় মেঘের আকার
দেখিলেই বিষম প্রমাদ তারা গণে।
জগৎ-জীবন নাম ধরিয়া পবন,
অহিত সাধনে, ছি ছি দুর্মতি এমন !

নরের দুরবগম্য প্রকৃতি তোমার :
হে সমীর, এই স্থির জানি কিন্তু আমি,
যাঁহার নিয়মে বাঁধা সমস্ত সংসার,
যাঁহার আদেশে রবি উদয়াস্তগামী,
সিতাসিত পক্ষে, শশী ক্ষয়বৃদ্ধিশীল,
সংযত শাসনে তাঁর, তুমিও অনিল !

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে
নীরব! দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।
মলিনবদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসিছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়িছে
তরুমূলে; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-বারতা।
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে!
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?

তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে ; সরমা সুন্দরী,—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে !
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; সধবা তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি।"
কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে, সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা !
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে !"

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকল
চিহ্নহেতু ; সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে।
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"
কহিলা সরমা ; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি !
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি ? এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিলা রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে

প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে!
যথা গোমুখীর মুখ হইতে স্বস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, দেখ ভাবি মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী
রঘুকুলবধূ আমি! কিন্তু এ কাননে
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি।
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?

পঞ্চবটীবনচর মধু * নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ। কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ! শিখিসহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবর-শিরে,—
অহিংসক জীব যত ! সেবিতাম সবে
মহাদরে, পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী, বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে !
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে

* মধু—বসন্তকাল।

দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?”
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিল নীরবে!
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে।
“স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ স্মরিয়া?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে!”
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা; (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা!) “এ অভাগী, হায় লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
“বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে?
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে!
কে আছে সীতার আর এ অররুপুরে?
“পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব

সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী-করে ?
সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু
সৌরকররাশি-বেশে সুরবালাকেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশবধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে !
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ;
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী,
নব নিশাকান্তকান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল-রসাল-মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস-নিবাসী

ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।
শুনিতাম সেইরূপ আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী।
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে! কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে।
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে!
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা?
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনি!
কহ দেখি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী;

পিকবর-রব নবপল্লবমাঝারে
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"

শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের মুমূর্ষু অবস্থায় রামচন্দ্রের বিলাপ।

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে,
"রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে নিত্য নিশাকালে,
ধনু করে, হে সুধন্বি ! জাগিতে সতত
তুমি ! আজি রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ আমারে ?
উঠ বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে
প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে

অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় । না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে ।
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনু যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ, বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি ।
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে ।

তনয়বৎসলা যথা স্থমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা, তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ? আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি ! দয়াময়ী তুমি,
শিশির-আসারে নিত্য সরস* কুসুমে

---

* সরস কর।

নিদাঘার্ত্ত, প্রাণদান দেহ এ এক্ষণে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ! বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও অক্ষণে,
বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।”

সমাপ্ত।